চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 June, 2020 ■ আগরতলা, ১৫ জুন, ২০২০ ইং ■ ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলার রামনগরের পুনরাবৃত্তি বিলোনীয়ায়

বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে রক্তদান শিবির রক্তাক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া/ আগরতলা, ১৪ জুন।। রাজধানীর রামনগরের পর ফের একবার রক্তদান শিবির করতে গিয়ে রক্তাক্ত হলেন বিলোনিয়ার বাম ছাত্র যুবরা। বিশ্ব রক্তদান দিবসে এই ভাবে রক্তাক্ত হতে হল রক্তদান শিবির করতে গিয়ে। বিষয়টি যা একেবারেই নিন্দনিয় বলে ছি ছি রব উঠছে রাজ্য জুরে।

রক্তের কোন রঙ হয় না, তুবুও 'রক্ত দানের মত মহৎ' কাজে বারবার হামলা হুজ্জুতি কেন? কতদিন চলবে এই অরাজকতা? কেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এই ধরনের ন্যাক্কার জনক ঘটনার কোন বিবৃতি নেই? এটাই কি চলো পাল্টাইয়ের ত্রিপুরা? এই প্রশ্নগুলির গুঞ্জন চলছে সচেতন মহল থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলে। রক্তদানে বাধার মত ন্যাক্কার জনক ঘটনা কোন ভাবে মেনে নিতে পারছেনা, পারবেও না সভ্য সমাজ। রবিবার বিলোনিয়া দক্ষিন সোনাইছড়ি এলাকার প্রয়াত কেশব বৈদ্যের বাড়ির সামনে খালি জায়গায় রাজনৈতিক দলের কোন সমাবেশ ছিল না। ছিল রক্তদান শিবির। ১৪ ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব রক্তদান দিবস।উদয়পুরের তিয়াসা ও বিলোনিয়া পদ্মা দত্ত দাসের মত রক্তের অভাবে যাতে আর কারোর মৃত্যু না হয় এই লক্ষ্য নিয়ে বামপন্থী ছাত্র যুবরা পুলিশ প্রসাশন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য দপ্তরের অগাম অনুমতি নিয়ে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে।

সকাল দশটায় রক্তদান শিবির শুরু হওয়ার আগেই বিজেপি দলের কর্মীরা দক্ষিণ সোনাইছড়ি বাজার সংলগ্ন বিজেপি অফিসে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে।এই বিজেপি অফিস থেকে কর্মীরা সংঘবদ্ধভাবে রক্তদান শিবিরের সামনে গিয়ে রক্তদান করতে আসা ছাত্রযুব কর্মীদের হুমকি ভয় দেখাতে শুরু করে। তাতে কাজ না হওয়াতে একদল বিজেপি উন্মত্ত বাহিনীরা ইট, লাঠি সোটা নিয়ে আক্রমন শুরু করে। দফায় দফায় চলে আক্রমন। এই আক্রমনে রক্তাক্ত হয়ে উঠে বিলোনিয়ার দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকা। দুস্কৃতিকারীদের আক্রমনের হাত থেকে রেহাই পায়নি বনদপ্তরের রেঞ্জার সংগম বৈদ্য, এলাকার এক গৃহবধূ শিল্পী সেন। আক্রমনের হাত থেকে বাদ যায়নি কেশব বৈদ্যের বাড়ির পাশে দোকান ও পথচারীরিরা। আক্রমনকারিরা সুদীপ সেন ও তার ছেলে পুলক সেনকে আহত করে তোলে। সুদীপ সেনের চোখে আঘাত লাগে এবং পুলক সেনের মাথা ফেটে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে।

রক্তদান শিবিরে হামলায় আহতদের হাসপাতলে গিয়ে দেখে আসেন বিধায়ক বাদল চৌধুরী, রতন ভৌমিক সহ সিপিএম নেতৃত্ব। ছবি নিজস্ব।

এদিকে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা রক্ত সংগ্রহ করার গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পর সোনাইছড়ি বাজারের সামনে গাড়ি আটক করে রাখে। অনেক চেষ্টা করে গাড়ি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা শিবিরের সামনে গেলেও বিজেপি দলের দুস্কৃতিকারীদের ঔদ্ধত্ব আচরনে আবারো গাড়ি সেখান থেকে চলে আসে বাজারের সামনে। তবে লক্ষনীয় ব্যপার হলো এলাকায় হামলা চলার সময় একটি পুলিশ গাড়ী ঘটনাস্থল থেকে মাত্র ৫শ মিটার দুরের রজনী সর্দার পাড়া বিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও ঘটনাস্থলে যায়নি। পরে সাংবাদিক দের ছবি তুলতে দেখে ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশের এই ভুমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

পরে অবশ্য ওসি ও এসডিপিও এর নেতৃত্বে ঘটনা স্থলে ছুটে যায় আরো পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধীক্কার জানিয়ে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন বামপন্থী ছাত্রযুব সংগঠনের পক্ষ থেকে।

এদিকে, এসএফআই, টিএসইউ, ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফের তরফ থেকে যৌথভাবে এক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলাা হয়েছে, আবারও আক্রান্ত মানবিকতা। আজ বিলোনিয়ার বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে আক্রমণ চালায় শাসক দলীয় দুর্বত্ত বাহিনীর। তাতে একজন মহিলা সহ মোটে ৫জন গুরতরভাবে আহত ও রক্তাক্ত হয়। এই ধরনের চুড়ান্ত অমানবিক, বর্বরোচিত ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাচ্ছি।

আজ ১৪ জুন বিশ্ব বিপ্লবী চে গুয়েভারা ও রক্তের শ্রেণী বিন্যাসের আবিষ্কারক কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার-এর জন্মদিন। গটো পৃথিবী আজকের দিনটি বিশ্ব রক্তদাতা দিবস হিসাবে উদ্যাপন করছে। এই উপলক্ষে বিলোনিয়া দক্ষিন সানোইছড়ি, সদরে পটুনগর ও অভয়নগর, তেলিয়ামুড়া চারটি স্থানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে চারটি বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠন। অভয়নগর রক্তদান শিবিরের স্থানে বিজেপি দল গতকালই প্রচুর পতাকা লাগিয়ে সরাসরি হুমকি প্রদর্শন করে রক্তদান শিবির এখানে করা যাবে না। পটুনগর অঞ্চলের রক্তদান শিবিরকেও বানচাল করার জন্য নতুননগর বালিকা বিদ্যালয়ের অনুমোদন ☛ ৬এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আরও ৩৩ জনের দেহে করোনার সন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। রাজ্যে নতুন করে ৩৩ জন করোনা সংক্রমিতের সন্ধান মিলেছে। রবিবার দুপুরে ও রাতে দুই দফায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই আক্রান্তের ব্যাপারে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এদিন দুপুরে পোস্ট করে জানান যে, ১৪৮৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে, তাতে ১৮ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তারা প্রত্যেকেই সিপাহীজলা জেলার বাসিন্দা এবং তাদের বহিঃরাজ্যে ভ্রমণের তথ্য রয়েছে। তারপর এদিন রাত্যে পুনরায় পোস্ট করে জানান ১৮৫জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ১৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এবেলাতেও আক্রান্তরা প্রত্যেকেই সিপাহীজলা জেলার বাসিন্দা। তাদের প্রত্যেকেরই বহিঃ রাজ্য সফরের তথ্য রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যের ভিতিতে এদিন মোট ১৬৭০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে মোট ৩৩ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিকে, রাজ্যে ক্রমবর্ধমান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপাহীজলায় বাড়ছে করোনা আক্রান্ত, বিশেষ কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা আরও তিনটি ব্লক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ জুন।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ যাতে গোষ্ঠী সংক্রমনের রূপ ধারণ করতে না পারে তার জন্য

সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া জেলার তিনটি ব্লক যথাক্রমে বক্সনগর ব্লক, কাঠালিয়া ব্লক এবং নলছর ব্লককে কন্টেইমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করেছেন। একমাত্র জরুরী পরিষেবা ছাড়া এবং জরুরী প্রয়োজনে এই এলাকাতে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। কন্টেইমেন্ট জোন এলাকায় প্রবেশ করতে গেলে মহকুমা শাসকের বিশেষ অনুমতি নিতে হবে।

রবিবার বিকালে বিশ্রামগঞ্জ জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া বলেন সিপাহীজলা জেলাতে সর্বমোট ৫০৭ জন করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। করোনা গ্রাফ সিপাহীজলা জেলাতে উর্ধমুখী। যার ফলে জেলার তিনটি ব্লককে কন্টেইমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। তিনটি জোনে তৈরি হচ্ছে ২৮ টি নাকা পয়েন্ট। পুলিশ প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ডল সভাপতি সহ তিনজনকে পার্টি থেকে বরখাস্ত করল বিজেপি, খড়্গ ঝুলছে আরও দুই নেতার ঘাড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এক মন্ডল সভাপতি সহ তিনজন কার্য্যকতাকে দল থেকে বহিস্কার করেছে বিজেপি। রবিবার বিজেপি রাজ্য কার্যনিবাহী কমিটির তরফ থেকে প্রচারিত এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে আরও দুই নেতাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির প্রচারিত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, তিন কার্যকর্তাকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে পার্টি থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। পার্টির রাজ্য সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা বরখাস্ত নামায় সাক্ষর করেছেন এবং তদুর্ধ পদাধিকারীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

গত ২৯ মে বামুটিয়া মন্ডলের সভাপতি কাজল দে-এর বিরুদ্ধে সুনির্দিট কিছু অভিযোগ এনে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। গত ৪ জুন তিনি এর জবাবি পত্রে আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করেন। পরবর্তী পর্য্যায়ে পার্টির রাজ্য সভাপতির নির্দেশ মোতাবেক রাজ্য স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত বেশ কয়েকজন কার্যকর্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ করেন।

কিন্তু, পার্টি রাজ্য নেতৃত্ব কাজল দে'র দেওয়া জবাব সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তার বিরুদ্ধে দলীয় শঙ্খলা ভঙ্গ এবং পার্টির ভাবমূর্তি নষ্ট করার অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই অবস্থায় পার্টি সভাপতির কাছে রিপোর্ট পেশ করা হয়। রবিবার পার্টি প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা তাকে ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিস্কার করেছেন। একই সঙ্গে জেলা সভাপতিকে দেওয়া নির্দেশ মোতাবেক তাকে মন্ডল সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একইভাবে দক্ষিণ জেলার বাসপদুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন গুহকেও পার্টির ভাবমূর্তি নষ্ট করা এবং দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে ছয় বছরের জন্য পার্টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত চৌকিতে খাদ্যের সংকট, যোগাযোগের অপ্রতুলতার দরুণ হেলিকপ্টারে পৌঁছল সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। গত কয়েকদিনের বর্ষণে রাজ্যের পাহাড়ি এলাকা রাস্তাঘাট চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সীমান্ত নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকার বিএসএফ জওয়ানরাও মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। রেশন সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

রবিবার বিএসএফ-এর ৮৬ নং ব্যাটেলিয়ানে সদর কার্যালয় আমবাসা থেকে হেলিকপ্টারে করে প্রত্যন্ত মালদা কুমার পাড়া বিওপিতে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ডলুবাড়ি হেলিপ্যাড থেকে ৫ বার হেলিকপ্টার উঠানামা করেছে।

জানা যায়, মালদা কুমার পাড়া বিওপি সহ আরও একটি বিওপিতে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তাতে জটিল সমস্যায় পড়েন সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। শেষ পর্যন্ত হেলিকপ্টারের মাধ্যমে বিওপিতে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। জানা গেছে, ঐ সব এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি অংশের মানুষ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

প্রশাসন জরুরি ভিত্তিতে রাস্তাঘাট সংস্কার এবং রেশন সামগ্রী সহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৬ জুন থেকে ট্রেন চলার সম্ভাবনা জানাল পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

হাফলং, ১৪ জুন (হি.স.)।। সচল হয়ে উঠেনি লামডিং-বদরপুর পাহাড়ের রেলপথ। রবিবারও চলেনি পরীক্ষামূলক ভাবে ইঞ্জিন। মুপা ও মাইবাঙের মধ্যে ট্র্যাক লিঙ্কিয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত। এখনও ৬০ থেকে ৭০ মিটার অংশে ট্র্যাক বসানোর কাজ বাকি। সোমবারের মধ্যে মুপা ও মাইবাঙের মধ্যবর্তী এলাকায় ট্র্যাক বসানোর কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার পরই পরীক্ষামূলক ভাবে প্রথমে চালানো হবে লাইট ইঞ্জিন এবং পরে পরীক্ষামূলক ভাবে চলবে পণ্যাবাহী ট্রেন। এর পর যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তা হলে চলবে যাত্রীবাহী ট্রেন। শনিবার থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসায় গাফিলতিতে মৃত সন্তান প্রসব, আইজিএম হাসপাতালে ভাঙচুর, ডাক্তার-নার্সদের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। আইজিএম হাসপাতালে আবারও সদ্যজাত শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অবহেলার কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে বলে অভিযোগ। আইজিএম হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। মৃত শিশুর আত্মীয় পরিজনরা হাসপাতালে হামলা ভাঙচুর চালান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীকে আইজিএম হাসপাতালে তলব করা হয়। পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের প্রচেষ্টায় পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা হয়।

উল্লেখ্য, আইজিএম হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় এবং ভুল চিকিৎসায় শিশুর মৃত্যু এবং রোগী মৃত্যুর ঘটনার অভিযোগ হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে রোগী এবং সাধারণ মানুষের

সদ্যোজাত সন্তানের মৃতদেহ নিয়ে পরিবারের লোকজন হাসপাতালের গেইটে দাঁড়িয়ে আছেন।

নতুন কিছু নয়। পরপর এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইজিএম মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস পাচ্ছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আইজিএম হাসপাতালে রেখা চক্রবর্তী নামে এক প্রসূতি মাকে ভর্তি করানো হয়। প্রসব বেদনায় কাতর ওই মা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে চিৎকার-চেচামেচি করলেও কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সরা দায়িত্ববোধের পরিচয় দেননি বলে অভিযোগ রোগীর পরিবারের লোকজনদের। রোগীদের পরিবারের লোকজনদেরকে জানানো হয় প্রিম্যাচিউরড রয়েছে শিশুটি।

প্রসব বেদনায় প্রসূতি মা যখন চিৎকার করছিলেন তখন কর্তব্যরত নার্স একই ইনজেকশন পোস্ট করেন আর তাতেই ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনে বলে অভিযোগ। রোগিণীর শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটতে থাকলেও চিকিৎসক এবং নার্স রোগীর পরিবারের সবাইকে গেট থেকে বের করে দেন। গেইটে কর্তব্যরত বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদেরকে রোগীর পরিবারের লোকজনরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৪২ ▫ ১৫ জুন ২০২০ ইং ▫ ৩২ জ্যৈষ্ঠ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সামাজিক দূরত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করাই মানুষের রীতিনীতি। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে মানুষ আদি অনন্ত কাল হইতে নানা সামাজিক দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছে। ইহাই মানুষের ধর্ম। যাহাদের মান এবং হুঁশ রহিয়াছে তাহারাই মানুষ হিসাবে পরিগণিত হন। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলাই মানুষের ধর্ম হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিগত কয়েকমাস ধরিয়া ১৩০ কোটির দেশ ভারত বর্ষ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে। এই সংকট হইতে মুক্তি পাইবার দিশা এখনো আবিস্কার হয় নাই। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাই এই ভয়াল সংকট হইতে মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে পরিগণিত হইয়াছে। সৃষ্টির অন্যতম জীব মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার জন্য নানা সময়ে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় জয় করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে। বর্তমানে মানব সভ্যতা যে ভয়ংকর সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে তাহা হইতে বাঁচিতে হইলে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখাই একমাত্র পথ। অথচ সৃষ্টির প্রধান জীব মানুষ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখিবার ক্ষেত্রে কোন ধরনের নিয়ম কানুন মানিতে চান না। ইহা ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সাময়িক সুখ-শান্তির কথা মাথায় রাখিয়া মানুষ যেভাবে সামাজিক দূরত্ব না মানিয়া বাজার হাটে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করিতে শুরু করিয়াছেন তাহা বিপদের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। সরকার ও প্রশাসন মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? কে দেয় তার গোয়ালে ধোয়া ? প্রশাসনিক নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া মানুষ যত্রতত্র ভাবে চলাফেরা করিতে শুরু করিয়াছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হইতেছে না। মাস্ক পরিধান করিতেও দ্বিধা দ্বন্দ্ব করিতেছে। শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হইতেছে। রাজধানী আগরতলা শহরের বাজার হাট গুলি পরিদর্শন করিলে এই ধরনের দৃষ্টান্ত নজরে আসিবে। রবিবার সরকারি ছুটির দিনে রাজধানীর আগরতলা শহরের লেক চৌমুহনী বাজারে যেভাবে জনঢল নামিয়েছে তাহা দেখিয়া রীতিমতো চক্ষু চড়ক গাছ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। লেক চোমুহনী বাজার তিল ধারণের ক্ষমতাও ছিল না। শহর এলাকার শিক্ষিত মানুষজন সবকিছু জানিয়া বুঝিয়া এই ধরনের সামাজিক অসচেতনতার পরিচয় দিবেন তাহা ভাবিতে অবাক লাগে। বাজারে আসা ক্রেতা-বিক্রেতাদের মাস্ক ব্যবহার পরিবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়নি। বিষয়টি রীতিমত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। শুধু লেকচৌমুহনী বাজারেই নয়, রাজধানীর অন্যান্য বাজার গুলিতেও একই ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সামনে এই ধরনের ঘটনা ঘটিলেও প্রশাসন কঠোর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে না।

প্রশাসন নামকাওয়াস্তে মাঝে মাঝে বিভিন্ন বাজারে নজরদারি চালাইলেও প্রকৃতপক্ষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্য এবং মাস্ক পরিধান করিবার জন্য জনগণকে সচেতন করিবার কেমন কঠোর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে না। সরকারি নির্দেশ অমান্য করিলে আর্থিক জরিমানা করা হইবে বলিয়া জনগণকে ভয় দেখাইয়া প্রকৃত সমস্যার সমাধান করা কোনদিনই সম্ভব হইবে না। এর জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনিক স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সামাজিক সংস্থা এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সঠিক ভাবে যুক্ত করিতে হইবে। অন্যথায় এই জটিল সমস্যা হইতে সমাজব্যবস্থাকে উত্তরণের পথ খুঁজিয়া পাওয়া আরও কঠিন হইয়া উঠিবে।

ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল

লখনউ, ১৪ জুন (হি. স.): শারীরিক অসুস্থতার জেরে শনিবার উত্তর প্রদেশের লখনউয়ের এক বেসরকারি মেদান্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল লালজী টেন্ডন।রবিবার সকালে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন রাজ্যপালের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। শীঘ্রই তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। চিকিৎসকদের মতে মূত্রনালীতে সমস্যা ও হাল্কা জ্বর অনুভব করায় শনিবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল। বর্তমানে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন এবং তার অন্যান্য কোনও অসুস্থতা আর নেই। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে হাসপাতালে মধ্যেই রাজ্যপালের লালারসের নমুনা নিয়ে করোনা পরীক্ষা করা হয়। রাজ্যপালের শরীরে কোনও করোনার সংক্রমণ মেলেনি।উল্লেখ করা যেতে পারে লালজী টেন্ডনের ছেলে আশুতোষ টেন্ডন বর্তমানে যোগী সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী।

পুঞ্চ-এ সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, শহীদ এক ভারতীয় জওয়ান

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি. স.): করোনার জেরে বিপর্যস্ত গোটা বিশ্ব।প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা।কিন্তু নিজের চারিত্রিক অভ্যাস থেকে পিছু হটছে না সন্ত্রাসবাদীদের মরুদ্যানে পরিণত হওয়া পাকিস্তান। রবিবাসরীয় সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কিরনি এবং শাহপুর সেক্টরে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করে ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামগুলি লক্ষ্য করে গোলা বর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। এর পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত।শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই।

এদিন সকালে মাঝারি ও ছোট স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলিবর্ষণ করার পাশাপাশি মর্টার শেলিংও করে পাকিস্তান।পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনা।পাকিস্তানের ছোড়া গুলিতে শহীদ হন এক সেনা জওয়ান। গুরুতর জখম আরো দুই।আহত জওয়ানদের এয়ারলিফট করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারতের পাল্টা জবাবে গুরুতর জখম চার পাকিস্তানি জওয়ান।এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই চলছে।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে শোকবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৪ জুন (হি স): চিরবিদায়।আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। রবিবার মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় নিজের ফ্ল্যাটে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় উদ্ধার হয় অভিনেতার ঝুলন্ত দেহ। অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে টুইট করে শোক জ্ঞাপন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ”অত্যন্ত প্রতিভাবান সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর দুর্ভাগ্যজনক সংবাদ শুনে সত্যই হতবাক ও দুঃখ পেয়েছি। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং যারা তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন তাদের প্রতি আমার সমবেদনা”।

২০১৩ সালে সুশান্ত সিং রাজপুত অভিষেক কাপুরের ”কৌই পো চে ” চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। এরপর একের পর এক ভালো সিনেমা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন অভিনেতা। ধোনির বায়োপিকে অভিনয় করে দর্শকদের মনে অন্যতম জায়গা করে নিয়েছিলেন অভিনেতা। হঠাৎই কেন আত্মঘাতী হলেন অভিনেতা সেই প্রশ্নের উত্তর এখন অধরা। জানা যাচ্ছে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অভিনেতা। চলছিল চিকিৎসা ও।প্রাথমিক তদন্তে, ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে অভিনেতার মেডিক্যাল রিপোর্ট।

অতিমারিকালের ভয়াবহ সামাজিক সঙ্কট

গৌতম রায়

কোভিড-১৯, লকডাউন এইপর্ব কাল গোটা মানজাতি আজ যে সঙ্কটের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছেন, এমন সঙ্কটে সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ আগে কখনো পড়েনি। যুদ্ধ থেকে মহামারী, যে কোনো সঙ্কটকালেই মানুষ বাঁচবার তাগিদে আঁকড়ে ধরেছে মানুষকেই। আর বর্তমান সঙ্কটকালে বাঁচার একটা বিজ্ঞানসম্মত পন্থা হিসেবেই উঠে এসছে 'শারীরিক দূরত্বে'র বিষয়টি। বিজ্ঞানকে পরিণত করে নিজেদের সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থ পুরণের তাগিদে শাসক 'শারীরিক দূরত্ব' এই শব্দটিই উচ্চারণ করছে না। বলছে, 'সামাজিক দূরত্ব'। মহামারী যাতে মানব সমাজের উপর একটি চিরস্থায়ী ক্ষত নির্মাণ করতে পারে, এই ক্রান্তিকালে ও তার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করছে না শাসক। শাসক তার স্বার্থ বিঘ্নিত হবে—এমন কোনো পদক্ষেপ শাসক আগে কখনো নেয়নি। তাই এই অতিমারির কালেও যে শাসক নিজের শ্রেণিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে কোনো পদক্ষেপ নেবে, এমনটা ভাবে নেওয়ার আদৌ কোনো কারণ নেই।

অতিমারির কালে বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া থেকে দলীয় স্বার্থকে বজায় রাখাটাই ভারতে শাসকদের কাছে সবথেকে বড়ো হয়ে উঠছে। ভারতে এখন শাসকের স্বার্থরক্ষার যুপকাষ্ঠে সবার আগে বলি দেওয়া হয় মুসলমান সমাজকে। কেন্দ্রে শাসক বিজেপি, ভারতের যে রাজ্যগুলিতে ক্ষমতায় রয়েছে, সেই রাজ্যগুলি তো বটেই, যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় নেইষ যেমন পশ্চিমবঙ্গে, সেখানেও আঞ্চলিক শাসক, কেন্দ্রীয় শাসককে খুশি করতে এমন কিছু অরাজনৈতিক পদক্ষেপ নিচ্ছে যার ইডিভিডেন্ট বিজেপির অ্যাকাউন্টেই যাচ্ছে। এই প্রবণতা লকডাউনের আগে একটা পর্যায়ে ছিল। লকডাউন সেই প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার প্রবণতাকে একদম বল্লাহীন করে দিয়েছে। অতিমারিজনিত পরিস্থিতিকে ভারতের শাসক যেভাবে হিন্দু মুসলমানের বিভেদের প্রাচীরকে উঁচু করবার তাগিদে ব্যবহার করেছে তা আজকের আমেরিকায় ট্রাম্প প্রশাসন যেভাবে তাঁদের দেশে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘিরে সাদা কালোর দ্বন্দুকে সামনে নিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে তুলনীয়। মিজামুদ্দিনে তবলিকের জামাতকে কেনদত্মর করে করোনা পরিস্থিতি জটিল হওয়ার সঙ্গে পাল্লা রেখে ভারতে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়েছে। দেশের শাসকের এই নোংরা ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে প্রথম দিকে একটি রাজনৈতিক দলকে ও এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। মোহাম্মদ সেলিমের মতো বামপন্থী রাজনীতিক বিষয়টি ঘিরে প্রথম সরব হন। সেলিম সরব হওয়ারও পর প্রায় দেড় দিন লেগে যায় তাঁর দলের এই বিষয়টিকে ঘিরে প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে। এইসময় কালটাতে ভারতের সহনাগরিক মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর চলে অবর্ণনীয় মানসিক নির্যাতন। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান, তাই এইসব ছাপার অযোগ্য বিশেষণ থেকে বাংলাদেশ আর সেখানকার মানুষরাও নিস্তার পান না। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বিশেষ করে নিকট প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পর্কে এই সহবতের শিক্ষার দলীয় কর্মী সমর্থকদের যে ভারতীয় রাজনীতিকদের বেশিরভাগই তেমনভাবে অভ্যস্থ করতে পারেননি, আর এখবার সেই বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হল।

নিজামুদ্দিনের জামাতকে ঘিরে সামাজিক গণ মাধ্যমে এমন সব অপপ্রচার চলছে যার ফলে একাংশের মানুষের কাছে তবলীককে তুলে ধরা হচ্ছে কার্যত জামাত ইসলাম হিসেবে। তবলীক জামাতের জামাত শব্দটিকে আলাদা করে ব্যবহার করা হচ্ছে। সারধারণ মানুষ যাঁরা মুসলমান সমাজের খুঁটিনাটি ঘিরে তেমন একটা খররাখর রাখেন না, সেই সব মানুষজনেরা সামাজিক গণ মাধমে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তৈরি এবং প্রচার করা ওইসব ভিডিও-র দ্বারা ভয়ঙ্কর রকম ভাবে প্রভাবিত হচ্ছেন। এইসব ভিডিও গুলিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রচারের পরিবর্তে, তাঁর সম্পর্কে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক প্রচার করা হচ্ছে। সেই সাম্প্রদায়েক প্রচারের মোকাবিলা তে রাজ্যের শাসকদল যে খুব তৎপর এবং আন্তরিক —তেমনটাও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিনা।

অতিমারিকে ঘিরে সাধারণ মানুষদের ভিতরে সচেতনতা তৈরির কাজে আমরা মানুষেরই কি সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারছি? এই অতিমারির সংক্রমণের সঙ্গে ধর্মের কোনো সংযোগ নেই, বিশেষ কোনো ধর্মাবলম্বী মানুষদের সম্পর্ক নেই—এই কথাগুলো কেন আমরা জোর গলায় বলতে পারছি না? কেন নিজামুদ্দিনকে ঘিরে রাজনৈতিক হিন্দুদের এই জঘন্য অপ্রচারকে মোকাবিলার প্রশ্নে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি নিজের নিজের অবস্থানের ভিতরেই দৃঢ় প্রতিবাদে মুখর হচ্ছেন না? মমতা কেন আরএসএস বিজেপির এই দানবীয় বিভৎসতার বিরুদ্ধে কার্যত নিশ্চুপ রয়েছে?

কেন তাঁর দলকে এই সঙ্কটকালের স্বাস্থ্যবিধি মেনেই প্রতিবাদী হয়ে উঠতে নির্দেশ দিচ্ছেন না? বামপন্থীরা বহু ন্যায্য দাবিদাওয়া ঘিরে অনেকটা উনিশ শতকের প্রথমপর্বের রাজনৈতিক নেতাদের মতো একটা সংস্কারবাদী, শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামোর ভিতরে আন্দোলন করছেন। এই আন্দোলন কতোটা বামপন্থী চরিত্রের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, নিজের বাড়ির ছাদে, ব্যালকনিতে হোতে লেখা পোষ্টার নিয়ে আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে দন্তবিকশিত ছবি ফেসবুকে তাঁরা দিচ্ছেন। মোদির থালা বাতি বাজানোর মতোই কার্যত একবাবে কর্মী সমর্থকদের গলায় পোষ্টার লটকে বাড়িণ ছাদে দাঁড়াবার নির্দেশও তাঁরা দিচ্ছেন। কিন্তু সেইসব পোস্টারগুলির একটিতেও অতিমারিরকালে নিজামুদ্দিনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষকে সঙ্ঘ বিজেপির বিভ্রান্ত করার প্রক্রিয়া ঘিরে একটি শব্দও আজ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেল না।

সংখ্যালঘুকে আন্তরিক ভাবে সহনাগরিক হিসেবে দেখবার ক্ষেত্রে যে কার্পণ্য, তার দায়, সেই দায় থেকে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের সংখাগরিষ্ঠ অংশ কি মুক্ত?—এই কঠিন কঠোর উদ্ধত অসহায় প্রশ্নটির উত্তর দিতেও আমাদের সমাজে যাঁরা প্রগতিশীল হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে চান, তাঁরাও খুব দ্বিধাগ্রস্থ। কারণ, সংখ্যালঘু আলগোচে একটু আধুট প্রবোধবাক্যের ভিতর দিয়ে দেখবার প্রবণতা কিন্তু এই করোনাকালেই তৈরি হয়নি। এই প্রবণতা আমাদের আজন্ম লালিত। এই প্রবণতামুক্তির জন্যে কোনো সামাজিক পদক্ষেপ কখনোই আমাদের দেশে নেওয়া হয়নি। সংখ্যালঘুর অদিকারের প্রশ্নে সরব মহাত্মা গান্ধীই নিজেকে সনাতম হিন্দু বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই পরিয়কে ঘিরে বিতর্খ করতে গিয়ে একাংশের প্রগতিশীল মানুষ তাঁর 'রাম 'রামরাজ্য' নিয়ে দশরথনন্দনের সঙ্গে তাঁর 'রাম'কে মিশিয়ে বিভ্রান্তিকে একটা বড়ো মাত্রায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

গান্ধীজির 'রাম'কে রামকাহিনীর 'রামে'র সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে একধরণের আত্মশ্লাঘা অনুভব করে অতি বামেরা। সুপ্রকাশ রায় তো তাঁর 'গান্ধীবাদের স্বরূপে' গান্ধীজিকে মোটামুটি আরএসএসের থিঙ্ক ট্যাঙ্কই সাব্যস্ত করেছেন। আসলে একটি উদ্ধৃতি তুলে আনা হচ্ছে, তার সব রকমের প্রেক্ষিতকে বাদ দিয়ে। একমাত্র প্রেক্ষিত সেখানে থাকছে, উদ্ধৃতি যিনি তুলে আনছেন, তাঁর সঙ্কীণ দলীয় অবস্থান। ফলে বিভ্রান্তি থাকছেই। আর সেই বিভ্রান্তি কাল থেকে কালোত্তরে প্রবাহিত হচ্ছে। আজকের অতিমারি কালে এই বিভ্রান্তিই হয়ে উঠেছে করোনা সংক্রমণের মতোই একটা মারাত্মক একটা সংক্রমণ। এই সংক্রমণে কেবল যে বাংলার সমাজ আক্রান্ত তাইই নয়, গোটা বিশ্বের মানব সমাজই আক্রান্ত। ভারতের শাসকেরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্তে রটাচ্ছে দিল্লির নিজামুদ্দিনে সমবেত মুসলমানেদের জন্যেই সংক্রমণ ভয়াবহ হয়েছে। একবারও তাঁরা বলছেন না, আন্তর্জাতিক স্তরে করোনার বিপদ সম্পর্কে সতর্কতা ঘিরে কেন ভারত সরকার প্রয়োজনীয় সতর্কতা ঘিরে কেন ভারত সরকার প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে নি—এই বিষয়টি। কেন আন্তর্জাতিক স্তরে গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে নানাভাবে সতর্কতার কথা উঠে আসলেও ভারত সরকার মার্কিন রাষ্ট্রপতির সম্বর্ধনার নামে এতে বিপুল জনসমাগম ঘটালেন—এই বিষয়চি কিন্তু আলাপ আলোচনা বা প্রচার কোথাওই একটি বারের জন্যেও উঠে আসছে না। উঠে আসছে কেবল নিজামুদ্দিন প্রসঙ্গ। ভারতের শাসকদল যেভাবে তবলিক জামাত ঘিরে সক্রিয় করোনার সংক্রমণের দায়ভার মুসলমানদের উপরে চাপিয়ে দিকে, ঠিক তেমনই আমেরিকায় মার্কিন শাসক, তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্তে এই অতিমারির সুচনাকালে রটিয়েছিল চিন দেশ থেকে অত্যন্ত কৌশলে এই মারণ ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন শাসক আর ভারতের শাসক উভয়েরেই কৌশল কিন্তু এক। ভারতের শাসক সবথেকে বড়ো শত্রু মনে করে মুসলমানকে। আমেরিকার শাসক সবথেকে বড়ো শত্রু মনে করে কমিউনিজমকে। চিন যেহেতু কমিউনিস্ট রাষ্ট্র তাই চিন কেও তাঁরা পরম শত্রু বলেই ঠাওড়ে নিয়েছে।

যন্ত্রণা হয় এটা দেখে যে, চিন পরিকল্পিত ভাবে করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছে---আমেরিকার এই কদর্য, অসভ্য প্রচারের বিরোধিতা ভারতের কমিউনিস্টরা সঙ্গত কারণেই করেছেন, কিন্তু ভারতের শাসক এবং তাদরে পরিচালক আরএসএস যখন তবলিক জাতে অংশ নেওয়া মুসলমানদের দ্বারা এই দেশে করোনা সংক্রমণ বেড়েছে—এই কদর্য অসভ্য প্রচার করে, তখন কিন্তু ভারতের কমিউনিস্টরা প্রতিবাদের স্বরকে চিনের সময়কালের প্রতিবাদের মতো উচ্চনাদে নিয়ে যায় না। কার্যত মহঃ সেলিম এই বিষয়ে সামাজিক গণমাধ্যমে তাঁর অনলবর্ষী বক্তব্য রাখার দেড় দিন পর তাঁর দল বিষয়টি ঘিরে প্রকাশের বিবৃতি দেয়। তারও পরে সামাজিক গণ মাধ্যমে সরব হন সীতারাম ইয়েচুরি।

নিজামুদ্দিন ঘিরে রাজনৈতিক হিন্দুদের অসভ্যতার শিকার কি মুসলমান সমাজ একা হচ্ছে? এই অসভ্যতার শিকার কি ভারতাত্মা হচ্ছে না? বারতের বহুত্ববাদী সভ্যতা সংস্কৃতি হচ্ছে না? তাহলে কেন এই কদর্যতা ঘিরে প্রথমে সরব হতে হবে সেলিমকে? কেন তাঁরদলবা সতীর্থরা কিংবা সমমতাবলম্বী বামপন্থী দলগুলি সঙ্গ বিজেপির এই অসভ্য প্রচার শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সোচ্চার হলেন না? মুসলমান সমাজ ঘিরে দায় কি কেবল এমন মানুষদের যাঁরা জন্মসূত্রে মুসলমান? জাতি, ধর্ম, ভাষা, লিঙ্গ নির্বিশেষে মানুষের কোনো দায় নেই সংখ্যালঘুদের প্রতি?

সামাজকি প্রবণতার এই গড্ডালিকা প্রবাহ ঘিরে সামাজিক সচেতনতা যে আমাদের কারো এতোটুকু ছিল না, অতিমারি জনিত কদর্যতা তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সম্প্রীতি বলতে আমরা যে কেবল শৌখিন মজদুর কেই বুঝি করোনাকাল নির্মম ভাবে তো আমাদের সামনে পরিস্কার করে দিয়ে গেল, প্রথাগত শিক্ষিত মানুষ, মুখে অনেক প্রগতির কথা বলেন, করোনা কালেতাঁরা 'রিপাবলিকান টি ভি'তে নিজামুদ্দিন ঘিরে অসভ্যতা কে সাক্ষ্য মানছেন— এ অভিজ্ঞকার পর সেই প্রতিবেশিটির সঙ্গে বাক্যলাপ বন্ধ করবার পর ভেবেছি, এই ভাবে যদি ঠগ বাছতে বসি, তবে তো গাঁ উজার হয়ে যাবে। তবু উজার হোক গাঁ। নির্বান্ধব হয়ে থাকব। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কোনো ধর্মের কোনো সম্প্রদায়িক মানুষের সঙ্গে আপোষ করব না।

এই ক্রান্তিকালে আমাদের সহনাগরিকদের সম্পর্কে বিশেষণ করোনা শুনতে হয়েছে। আমার সহনাগরিককে সামাজিক লাঞ্ছনা করতে আমারই আর এক সহানাগরিক করোনা বলে ডাকছে---এই বিভৎসতা ঘিরে কোনো সামাজিক হেলদোল নেই। অমনতরো অসভ্যতা নিয়ে ফেসবুকে একটি প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় না। আমার সহনাগিকের এহেন লাঞ্ছনা যে পাতায় উঠে আসে না—সে পাতাকে কি ভাবে নিদের মুকবই বলে আমি সাব্যস্ত করব? কাশীধামে কাক মরলে যে ফেসবুকের পাতাতে প্রতিক্রিয়া জানীতে অভ্যস্থ প্রগতিশীলেরা, তাঁরা কেন তাঁদের সহনাগরিকের এমনতরো সামাজিক অসম্মান, অমর্যাদা ঘিরে একটি শব্দ উচ্চারণ করতে চান না? শাসক তৃণমূল থেকে বিরোধী সিপিআই (এম), কংগ্রেস —কোনো দলের কোনো নেতা তো দূরের কথা, সাধারণ সমর্থক ও কি একেবারে সোচ্চার হয়েছেন পড়শি মুসলমানদের এই করোনাকালে ঘোরতর অমর্যাদাকে ঘিরে? এক লড়াকু বিরোধী নেত্রীর ভাইকে দেখলাম এই সঙ্কটকালে বোরখা কে ঘিরে ফেসবুকে পাতায় উপহাস উগড়ে দিতে। সেই নেত্রীর ভ্রাতা যিনি নিজে একজন অধ্যাপক ও বটে, তিনি করোনার মোকবিলায় নারী, পুরুষ নির্বিশেষ বোরখা পড়তে উপদেশ দিচ্ছেন। একটি বার ও বোরখার প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে এটা স্পষ্ট ভাষাতে বলতেই হচ্ছে যে ধর্মীয় পোষাককে উপহাস করবার ভিতর দিয়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সেই মানুষটি সংখ্যালঘু মৌলবাদকে সংখ্যাগুরুদের প্রতি উসকে দিলেন না কি? সংখ্যাগুরুর সংখ্যালঘুদের প্রতি এই মানসিক হিংসাই কিন্তু রাজনৈতিক হিন্দুদের কাছে এখন বিশেষ কাম্যবস্তু। (সৌজন্যে-দৈ: স্টেটসম্যান)

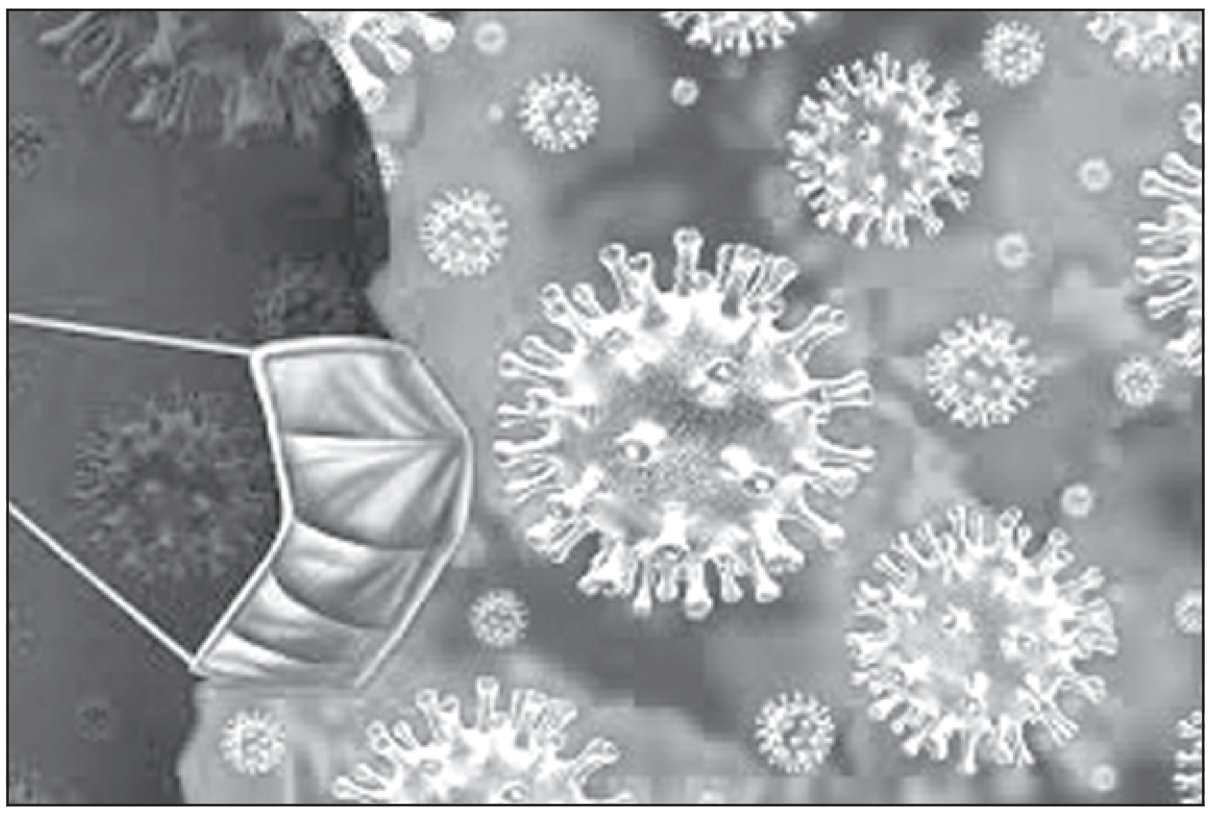

একটি ঐতিহাসিক বিজ্ঞাপন একটি ঐতিহাসিক মামলা

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

হরেক রকম বিজ্ঞাপন আমাদের আস্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। খবরের কাগজে, টেলিভিশনে, রাস্তায়, দেওয়ালে, বাড়ির ছাদে বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন। জেগে থাকলেই বিজ্ঞাপনের হাতছানি। একটি অন্য ধরনের ঐতিহাসিক বিজ্ঞাপন এই নিবন্ধটির কেন্দ্রীয় বিষয়। তাকে অনুসরণ করে একটি ঐতিহাসিক মামলা হয়েছিল। উভয় বিষয়ের যোগফল সংবাদপত্রের স্বাধীনতার একটি অমূল্য সনদ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার জয় পতাকা।

বিষয় দুটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানতে হলে পাঠককে ক্যালেন্ডারের একটি বাতিল হওয়া তারিখে ফিরে যেতে হবে। তারিখটি ছিল ১৯৬০ সালের ২৯ মার্চ। সেই দিন The New York Times খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাজোড়ে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনতাদের পরিচয় বেশ লম্বা। বিজ্ঞপনটির বিষয়বস্তু জানার পক্ষে পরিচয়টা সহায়ক। সুতরাং তার পরোটাই উদ্ধৃত করছি Committee to defend Martin luther king and the Struggle for freedom in the south. সাউথ বলতে আমেরিকার দক্ষিণের কয়েকটি রাজ্য। ওই রাজ্যগুলি সাদাদের দ্বারা কালা আদমিদের অপমান, নির্যাতন ও খুন জখমের জন্য কুখ্যাত। এই বর্ণবৈষম্য আমেরিকার গণতান্ত্রিক সংবিধান, এবং মানবিক অধিকারের কলঙ্ক। অপমানিত, নির্যাতিত এবং পদদলিত নিগ্রোগের আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন রেবারেন্ড ডক্টর মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র।

হ্যাঁ। নিগ্রোই বললাম। কারণ আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকরা তাদের জাতি নাম নিগ্রো বলে পরিচয় দিতে লজ্জিত হয় না। জুনিয়রের ডাকে সাড়া দিয়ে নিগ্রো কিশোর ছাত্র, যুবক এবং অন্যারা দলে দলে অহিংস আন্দোলনে যোগ দিচ্ছিলেনয যুগ যুগ ধরে বর্ণবৈষম্যের অসহায় ও নীরব শিকার নিগ্রোদের অবাধ্যতায় অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গর আতঙ্কিত এবং ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। ফলে তারা অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। তারা বুঝে নিয়েছিল, কালা পাদবি মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র যত নষ্টের গোড়া। অতএব গোড়া কেটে দিতে হবে। ওর সাঙ্গাপাঙ্গরা তা চুনোপুঁটি। ওদের টিট করা ত বাঁ হাতের খেলা।

কিন্তু অত্যাচারীদের অঙ্ক মিলল না। অত্যাচার যত বাড়ে, অহিংস প্রতিবাদ তত বাড়ে। প্রতিবাদকারী ছেলে ছোকরার দল এবং তাদের গুরুমশাই কাউকেই দাবানো যাচ্ছিল না। আরও মুশকিল, ওই কালো ভুতগুলোরে জন্য একদন কুলাঙ্গার শ্বেতাঙ্গর দরদ উথলে উড়ছিল।

এই পটভূমিতে ওই বিজ্ঞাপনটি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। তার বিরবণে জানা গেল, এক দল ছাত্র একটি দোকান থেকে জলখাবার কেনার জন্য জড়ো হয়েছিল। অমনি জবরদস্তি তাদের খেদিয়ে দেওয়া হল। তাদের উপর কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হল। হোস পাইপ দিয়ে তাদের উফর হিমশীলত জল ছুঁড়ে স্নান করিয়ে দেওয়া হল। তাদের গরু ছাগলের মতো তাড়িয়ে কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা একটি খোঁড়াড়ে পুরে দেওয়া হল। তাতে ছাদ ছিল না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে তাদের সেখানে আটকে রাখা হল।

নিদ্রোদের উপর এমন অত্যাচার যখন তখন যত্রতত্র ঘটছিল। অত্যাচারীরা ঠিক করল পালের গোদা মাটিতন লুথার কিংকে তার অনুগামীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা দরকার। তা করার জন্য শ্বেতাঙ্গ গুন্ডারা তার বাড়িতে বোমা মারল। তার স্ত্রী এবং সন্তান মরতে মরতে বেঁচে গেল। এই হামলা ব্যর্থ হওয়ার পর তাকে ছুতোয় নাথায় গ্রেফতার করা হতে লাগলো। কিছু দিনের মধ্যে তাকে সাতবার গ্রেফতার করা হল। একবারত অভিযোগ সাজানো হল, লোকটা আয়কর ফাঁটি দিয়েছে। অভিযোগ প্রমাণ করতে পারলেই টানা দশ বছর শ্রীঘর বাস। বাস, আন্দোলন ঠান্ডা।

এত চক্রান্ত, এত অচ্যাতার, এর সাজানো মামলা সব ব্যর্থ। জুনিয়রের ব্যক্তিত্ব, সাহস এবং অপসহীন নেতৃত্বে আন্দোলনের পরিসর এবং গতি কমার বদলে বেড়ে যেতে লাগলো। এই অবস্থায় নেতৃত্ব অনুভব করল, আন্দোলনকে দক্ষিণের গন্ডি থেকে বার করার সময় হয়েছে। এখন আন্দোলনে আমেরিকানদের সমর্থন দরকার। তার জন্য আমেরিকাজুড়ে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। এই ভাবনা থেকেই একটি বিজ্ঞাপন প্রচারের পরিকল্পনা করার হয়েছিল। বিজ্ঞাপনটির শিরোনাম ছিল, তাদের কথা শুনন (Heed Their Rising Voices) পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক,বিজ্ঞপনটি দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে কেন? বিজ্ঞপনের শিরোনামটিই বা অমন কেন? তাহলে শুনুন। কিছু সাদা মানুষ নিগ্রোদের সঙ্গে পথের কুকুরের মতো আচরণ করত। তাদের এই বর্বরতার বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি খবরের কাগজ গর্জে উঠেছিল। তাদের মধ্যে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমেসর সম্পাদকীয় স্তম্ভ শানিত কৃপাণের মতো ঝলসে উঠেছিল।

দক্ষিণের কয়েকটি রাজ্যে নিদ্রোদের উপর শ্বেতাঙ্গেদের নিষ্ঠুরতা এবং তার বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহকে দ্য নিউ ইয়ক' টাইমস গুরুত্ব দিয়েছিল। তার প্রমান ১৯৬০ সালের ২৯ মার্চের সম্পাদকীয় নিবন্ধ। তার কয়েকটি লাইন ' দক্ষিণে নিদ্রোগের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের বর্ধমান আন্দোলন নতুন ঘটনা। কংগ্রেস (ভারতের লোকসভার সমতুল) তাদরে কথায় কান দিক ' (The growing movement of negroes is comething new in the south, somrhing understandable.....Let Congress hees their rising voices. এই বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় নিবন্ধটি নিগ্রো সত্যাগ্রহীদের মনোবল বাড়িয়ে দিল। তারা বুঝতে পারল এই অপমান, যন্ত্রণা আর কবেল নিগ্রোদের নিয়। শুভুবুদ্ধি সম্পন্ন আমেরিকানরাও তাদের সঙ্গে, তাদের পাশে আছে। তাই সম্পাদকীয় নিবন্ধটি তাদের পথের দিশা দিল। এই সব কিছ বিজ্ঞাপনটি রচনা ও প্রকাশের প্রেরণা। এই সব কারণেই তারা বিজ্ঞাপনটি প্রকাসের জন্য দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসকেই যোগ্য বলে সিদ্ধান্ত করেছিল। আর ওই সম্পদাকীয় শব্দগুলি চয়ন করে বিজ্ঞাপনের শিরোনামে ব্যবহার করেছিল। এখন আপনাদের জানাব, বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু কী ছিল। অবশ্যই সংক্ষেপে। তাতে আমেরিকানদের জানানো হয়েছিল, দক্ষিণের রাজ্যগুলির লক্ষ লক্ষ নিগ্রো আত্মর্যাদা নিয়ে বাস করতে চায়। ওই অঞ্চলের কিছু ক্ষমতাবান ব্যক্তি তা বরদাস্ত করতে পারেছ না। তাদের মানসিকতা এবং কাজ আমেরিকানর সংবিধানের বিরোধী। এই সংবিধান আদুনিক গণতন্ত্রে পথ নির্দ্ধারক। সংবিধানের শত্রুর কী করছে তা পৃথিবী দেখছে। নিগ্রোরা সংবিধানের প্রতি অনুগত। তার গরিমা রক্ষার জন্য তারা আন্দোলন করছে।

(সৌজন্যে-দৈ: স্টেটসম্যান)

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

করোনায় বাংলাদেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ৩১৪১

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৪।বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও তিন হাজার ১৪১ জনের শরীরে মহামারি করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। সেই সাথে ২৪ ঘণ্টায় আরও মৃত্যুবরণ করেছেন ৩২ জন।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা রবিবার কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ৬০টি ল্যাবে মোট ১৪ হাজার ৬৯০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৪ হাজার ৫০৫টি। মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৫ লাখ ১৪ হাজার ৬৫টি। শনাক্তের হার ২১.৬৫।এখন পর্যন্ত দেশে করোনার শিকার হয়েছেন ৮৭ হাজার ৫২০ জন। আর মোট মারা গেছেন এক হাজার ১৭১ জন। করোনায় নতুন যে ৩২ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ ২৭ জন এবং নারী পাঁচজন। হাসপাতালে ২০ জন, ১১ জন বাড়িতে এবং মৃত অবস্থায় একজনকে হাসপাতালে আনা হয়।তিনি বলেন, করোনার কবল থেকে নতুন করে ৯০৩ জন সুস্থ হওয়ায় মোট সুস্থ হয়েছেন ১৮ হাজার ৭৩০ জন। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১.৪০।

জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, রবিবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা ৪ লাখ ২৯ হাজার ৬৬৬ এবং আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৭ লাখ ৬৪ হাজার ৯৭৭ জনে।জেএইচইউর তথ্য অনুসারে, রবিবার পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের পরই করোনা আক্রান্ত দেশের তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল এবং রাশিয়া। দেশ দুটিতে আক্রান্ত হয়েছে যথাক্রমে ৮ লাখ ৫০ হাজার ৫২৪ এবং ৫ লাখ ১৯ হাজার ৪৫৮ জন।

এদিকে, এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৮ হাজার কোভিড-১৯ রোগী নিয়ে রাশিয়ার পর চতুর্থ স্থানে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারত। দেশটিতে মারা গেছেন প্রায় ৯ হাজার মানুষ।এছাড়া করোনায় আক্রান্ত হয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু এমন দেশের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল। দক্ষিণ আমেরিকার এ দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৪২ হাজার ৭২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।অন্যান্য দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃতের তালিকার শীর্ষে থাকা যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত এক লাখ ১৫ হাজার ৪২০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং শনাক্ত হয়েছেন ২০ লাখ ৭৪ হাজার ২০ জন।

করোনায় তৃতীয় সর্বোচ্চ প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে যুক্তরাজ্যে। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ৪১ হাজার ৭৪৭ জন মারা গেছেন। এর পরেই ইতালিতে ৩৪ হাজার ৩১০ জন, ফ্রান্সে ২৯ হাজার ৪০১ জন এবং স্পেনে ২৭ হাজার ১৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী এ পর্যন্ত ২১৩টিরও বেশি দেশে ছড়িয়েছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

জনগণকে সুরক্ষিত রেখে অর্থনীতি সচল রাখা ‘যুদ্ধ’ সমতুল্য: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৪।।করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া থেকে জনগণকে সুরক্ষা দেয়া এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখা এক ধরনের ‘যুদ্ধ’ বলে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো যেন সচল থাকে সেজন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। আমরা একটা বাজেটও দিতে সক্ষম হয়েছি। এ কাজগুলো যখন করছি সেটা এক ধরনের যুদ্ধ।

সাবেক মন্ত্রী ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে সংসদে আনা শোক প্রস্তাবে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।সংসদে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মাদ আবদুল্লাহর মৃত্যুতেও গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।শেখ হাসিনা বলেন, দুই সহযোদ্ধা নাসিম ও আবদুল্লাহর মৃত্যু আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক, সব আন্দোলন-সংগ্রামে দুজনেই আমার পাশে ছিলেন।কোভিড-১৯ সারা বিশ্বটাকে স্থবির করে দিল, সারাবিশ্বে যেন কেমন একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করলো, যোগ করেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন,একটা আতঙ্ক. ভয়-ভীতি, মৃত্যু যেন সারা বিশ্বকে পেয়ে বসেছে। এটাই হচ্ছে অদ্ভুত ব্যাপার। এ ধরনের পরিবেশ আগে আমরা আর কখনো দেখিনি। আজকে আমি সংসদে আসার সময় অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে অনেক জায়গা থেকে না আসার জন্য ভীষণভাবে বাধা দেয়া হয়েছে।

তাদের আমি বললাম হুমকি, বোমা, গ্রেনেড কত কিছুই তো মোকাবিলা করে করে এ পর্যন্ত এসেছি। এখন কী একটা অদৃশ্য ভাইরাসের ভয়ে ভীত হয়ে থাকবো? যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পার্লামেন্টের মেম্বার, আমাদের আওয়ামী লীগ পরিবারের একজন সাংসদকে হারিয়েছি। আর আমাদের ক্যাবিনেট সদস্য একজন তাকেও হারালাম আর সেখানে আমি যাবো না, এটা তো হয় না।করোনা সংক্রমণ আতঙ্কটা এমন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যেটা সত্যি খুব দুঃখজনক। করোনাভাইরাসের ভীতিতে উন্নত দেশ, অনুন্নত দেশ বা উন্নয়নশীল দেশ, অস্ত্রের দিক থেকে শক্তিশালী, অর্থের দিক থেকে শক্তিশালী অথবা হয়তো দরিদ্র রাষ্ট্র- কোনো ভেদাভেদ নেই। করোনাভাইরাসের ভয় ও আতঙ্কে সব যেন এক হয়ে গেছে, সব জায়গায় একই অবস্থা,বলেন প্রধানমন্ত্রী।শেখ হাসিনা বলেন, আমেরিকা থেকে শুরু করে উন্নত পশ্চিমা দেশ থেকে এসে আমাদের দক্ষিণ এশিয়ায় এই ওয়েবটা চলছে।

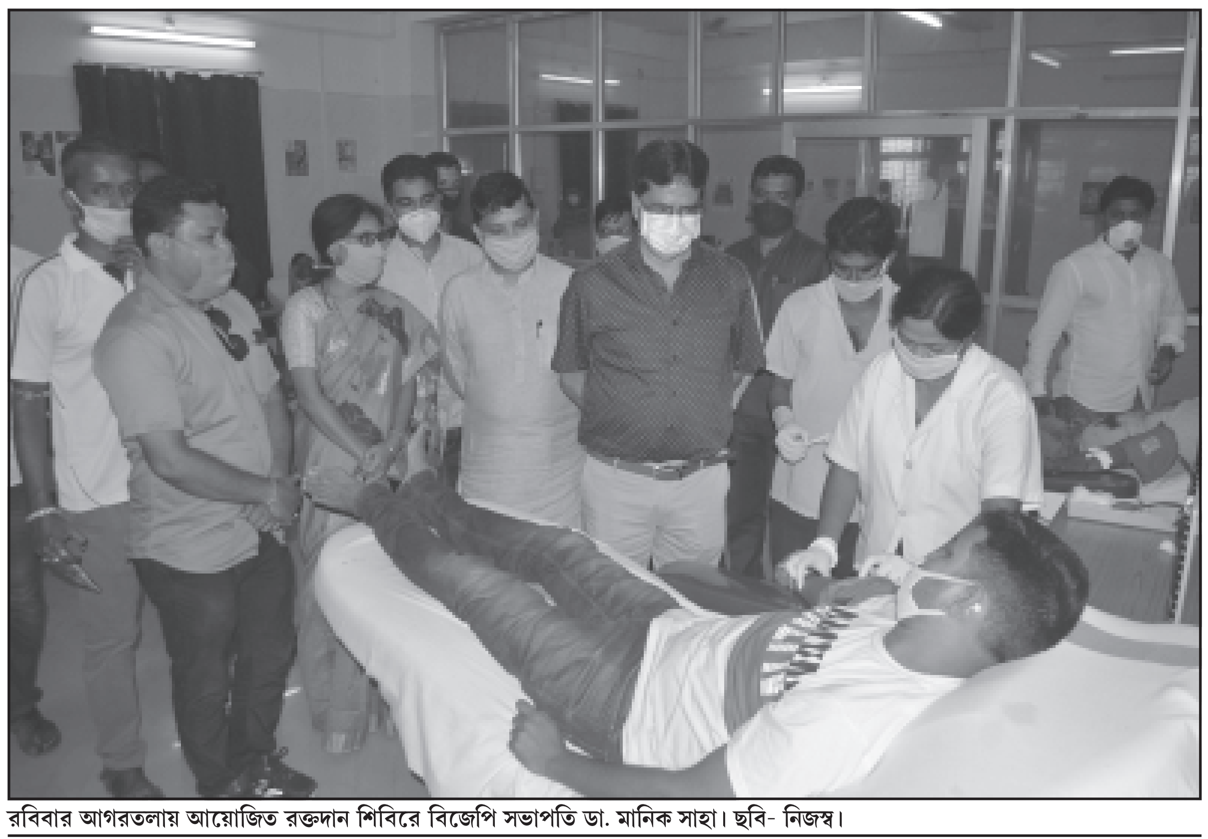

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিজেপি সভাপতি ডা. মানিক সাহা। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশের ১৪ দল সংহত করতে নাসিমের ভূমিকা ছিল অনন্য : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ১৪।। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলকে সংহত করতে মোহাম্মদ নাসিমের ভূমিকা ছিল অনন্য। তার মৃত্যু দেশ, রাজনীতি ও একইসাথে আওয়ামী লীগের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।

রবিবার ঢাকার বনানী কবরস্থানে মোহাম্মদ নাসিমের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, ফাতেহা পাঠ ও দোয়া শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন তথ্যমন্ত্রী।আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান বলেন, ‘আমাদের নেতা সবার শ্রদ্ধাভাজন জাতীয় চারনেতার অন্যতম শহীদ এম মনসুর আলীর সুযোগ্য পুত্র মোহাম্মদ নাসিম যে শুধু আমাদের দলের নেতা বা সাবেক মন্ত্রী ছিলেন, তা নয়, তিনি দেশের একজন প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং তার মৃত্যু দেশ, রাজনীতি ও একইসাথে আওয়ামী লীগের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তার মৃত্যুতে আমরা একজন একনিষ্ঠ কর্মী, নেতা ও আমাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠজনকে হারিয়েছি।’

সদ্য প্রয়াত ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আপনারা জানেন, গতরাতে হঠাৎ করে আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন।প্রয়াত প্রতিমন্ত্রী শেখ মো. আব্দুল্লাহকে আওয়ামী লীগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতা হিসেবে বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন, ”তিনি ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতি করে এসেছেন ও দীর্ঘদিন গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তার মৃত্যুও আমাদের দেশ ও দলের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। প্রকৃতপক্ষে একইদিনে আমরা আমাদের দুজন নেতাকে হারালাম, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং এ বেদনা ঢেকে রাখা সম্ভব নয়, বলেন ড় হাছান।তথ্যমন্ত্রী এসময় স্বাস্থ্যসচিবের সদ্যপ্রয়াত স্ত্রী এবং সম্প্রতি মৃত্যুবরণকারী সকলের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

টানা আটদিন, বেড়েই চলেছে জ্বালানি তেলের দাম

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি. স.): মধ্যবিত্তের মাথায় হাত ঊ রবিবারও বাড়ল জ্বালানি তেলের দাম। এর ফলে করোনা সংক্রমণের মধ্যে টানা আটদিন দেশে বাড়ল পেট্রোল ও ডিজেলের দাম।

রবিবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম বেড়েছে লিটার প্রতি ৬২ পয়সা করে। এর ফলে এদিন পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ৭৫ টাকা ৭৮ পয়সা। ডিজেলের দাম বেড়েছে প্রতি লিটার ৬৪ পয়সা। ফলে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম হয়েছে ৭৪ টাকা ০৩ পয়সা।

একই অবস্থা বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ে। এই শহরে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ৮২ টাকা ৭০ পয়সা ও ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৭২ টাকা ৬৪ পয়সা হয়েছে। চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম বেড়ে হয়েছে লিটার প্রতি ৭৯ টাকা ৫৩ পয়সা ও ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে লিটার প্রতি ৭২ টাকা ১০ পয়সা।কলকাতাতেও জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। রবিবার সকালে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম ৭৭ টাকা ৬৪ পয়সা ও ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৬৯ টাকা ৮০ পয়সা।

এর আগে শনিবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের দাম বেড়েছিল লিটার প্রতি ৫৯ পয়সা ও ডিজেলের দাম বেড়েছিল লিটার প্রতি ৫৮ পয়সা। করোনা সংক্রমণ ও লকডাউনের কারণে টানা ৮২ দিন বন্ধ থাকার পর ফের প্রতিদিন জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ শুরু করেছে তেল কোম্পানিগুলি।

দেশের বিভিন্ন স্থানে আটক প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক বিশেষ ট্রেনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এসেছেন : উপূসী রেল

হাফলং (অসম), ১৪ জুন (হি.স.) : লকডাউনের জন্য সমগ্র দেশে বন্ধ নিয়মিত ট্রেন চলাচল। রেল মন্ত্রালয়ের নির্দেশ মর্মে পণ্যবাহী ট্রেন, শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন এবং ২০০ টি বিশেষ ট্রেনের চলাচল আরম্ভ হয়েছে। সে অনুসারে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল অব্যাহত রেখেছে বিশেষ ট্রেন চলাচল। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের সিনিয়র জনসংযোগ আধিকারিক নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য জানান, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে আটক প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক এই বিশেষ ট্রেনে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ফিরে এসেছেন। গত ১২ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত দেশে চলছে ১৫ টি বিশেষ ট্রেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়া মানুষজনদের গন্তব্যস্থলে পাঠাতে ১৫টি বিশেষ ট্রেন চালানো হয়েছে। তদুপরি ১ জুন থেকে ২০০ টি বিশেষ ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রেল বিভাগ।

ভট্টাচার্য জানান, এই বিশেষ ট্রেন ছাড়া স্থানীয় কোনও ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি সরকার। তিনি বলেন, পরিস্থিতি ঠিক হলে স্বাভাবিক হবে ট্রেন পরিষেবা। অবশ্য তা নির্ভর করবে সম্পূর্ণ সরকারের পরবর্তী ঘোষণার ওপর, জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য।

নাইজেরিয়ায় ফের জঙ্গি হানা, সেনা সহ নিহত৬০ জন

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি. স.): নাইজেরিয়ায় আইসিস জঙ্গিদের হামলা অব্যাহত। শনিবার ফের হামলা হামলা চালাল বিশ্ব ত্রাস আইসিস। জানা গেছে, শনিবার রাতের ওই হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৬০ জনের। যার মধ্যে ২০ জন সেনাকর্মী। সেইসঙ্গে আহত হয়েছেন কমপক্ষে দেড়শো জন। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নাইজেরিয়ার মুনগুনো এবং নাগানজাই অঞ্চলে শুক্রবারই ৮১ জনকে হত্যা করে জঙ্গিরা। তার দুদিন আগেই আরেকটি প্রত্যন্ত গ্রামে হানা দিয়ে ৫৯ জনকে মারে আইসিস বাহিনী।

আর শনিবারের হামলা আরও মারাত্মক। সেনা এলাকার দখল নিতে এলে রকেট লঞ্চার-সহ তাঁদের উপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। মৃত্যু হয় ২০ জন সেনা-সহ ৬০ জনের। প্রায় তিনঘণ্টা ধরে গুলিযুদ্ধ। বহু মানুষ আহত হয়ে হাসপাতালে গেলে সেখানেও জায়গা হয়নি। ফলে বাইরে অপেক্ষা করতে-করতে মৃত্যু হয় অনেকের।

জঙ্গিরা জাতিসংঘের মানবাধিকারকর্মীদের থাকার জায়গাও পুড়িয়ে দিয়েছে। উড়ে গেছে স্থানীয় থানাও। বাইক এবং ট্রাকে করে এসে হামলা চালায় জঙ্গিরা। ফিরে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের আঞ্চলিক ভাষায় লিফলেট বিলি করে যায় তারা। লিফলেটে তাদের সেনাবাহিনী কিংবা সরকারের সঙ্গে কাজ না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গুজরাট ও কাশ্মীর

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি. স.): ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল গুজরাট। রবিবার সন্ধেয় কেঁপে ওঠে গুজরাট। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৮। উৎসস্থল হল রাজকোট থেকে ১২২ কিলোমিটার দূরে। ভূমিকম্প হয়েছে কাশ্মীরেও।

লকডাউন চলাকালীন একের পর এক ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে দেশ। এবার কেঁপে উঠল গুজরাত। রবিবার সন্ধেয় কেঁপে ওঠে গুজরাট। এদিন সন্ধে ঠিক ৮ টা ১৩ মিনিটে এই কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৮। উৎসস্থল হল রাজকোট থেকে ১২২ কিলোমিটার দূরে।

কম্পনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে অহমদাবাদ,সৌরাষ্ট্র-সহ বিভিন্ন এলাকায় আতঙ্কে রাস্তায় নেমে আসেন মানুষজন। কম্পনের পর পরিস্থিতি জানতে রাজকোট, কচ্ছ ও পাটানের ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরদের ফোন করে খবর নেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি।

গুজরাটের পাশাপাশি এ দিন কম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরেও। রবিবার রাত ৮.৩৫-এ মৃদু কম্পন হয় ভূস্বর্গের বিভিন্ন এলাকায়। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৩। জাতীয় ভূমিকম্প কেন্দ্র জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল কাটরা থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে।স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন ওই অঞ্চলের বহু মানুষ।

আগামী মন কি বাতে কী বলবেন, দেশবাসীর কাছে পরামর্শ চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি. স.): এবার আগামী মন কি বাতে কী বলবেন দেশবাসীর কাছেই তা জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার টুইট করে এবিষয়ে দেশবাসীর পরামর্শ চাইলেন মোদী। পরবর্তী মন কি বাত হবে এই মাসের ২৮ জুন হবে।

এদিন টুইটারে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, “এই মাসে মন কি বাত ২৮ জুন হবে। এখনও দু’সপ্তাহ বাকি রয়েছে। কিন্তু আপনারা সবাই নিজেদের চিন্তা ও ধারণা পাঠাতে থাকুন। এর ফলে বলার জন্য অনেক বেশি বিষয় আমি পাব। সেই সঙ্গে অনেক বেশি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে আমার। দেশের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে মানুষের বক্তব্য আমি জানতে পারব।” কী ভাবে মানুষ নিজের বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেন তার উপায়ও জানিয়েছেন মোদী নিজেই। তিনি বলেছেন, “একটি নম্বর দেওয়া হল। এই নম্বরে নিজের বার্তা রেকর্ড করে মেসেজ করতে পারেন। এছাড়া নমো অ্যাপ কিংবা মাই গভ অ্যাপে আপনাদের বক্তব্য পাঠাতে পারেন।” এর আগে বারবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার কী করেছে, সেই কথা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। একদিকে তিনি যেমন বলেছেন, মাস্ক ও সামাজিক দূরত্বকে জীবনের অঙ্গ বানিয়ে নিতে, অন্যদিকে তেমনই করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্য বারবার দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

ভারত বরাবরই শান্তি ও অহিংসার পথ অনুসরণ করেছে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে বার্তা গডকড়ির

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি. স.): প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে বরাবরই শান্তি ও অহিংসার পথ অনুসরণ করেছে ভারত। কখনও অন্য দেশের ভূখণ্ড নিজের বলে দাবি করেনি। রবিবার এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি।

শনিবারই নেপাল সংসদে পাশ হয়েছে ভারতীয় ভূ-খণ্ডকে নেপালের মানচিত্রে যুক্ত করে সংবিধান সংশোধনী বিল। এর পর রবিবারই বিষয়টি নিয়ে নাম না করে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে মুখখুলেন কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকড়ি। এদিন তিনি বলেন, আমরা শান্তি ও অহিংসা চাই। আমরা কখনও ভূটান বা বাংলাদেশের জমি অধিগ্রহণের চেষ্টা করিনি। আমাদের পাকিস্তান বা চিনের জমিও দরকার নেই। আমরা শুধু শান্তিই চাই।’সম্প্রতি নেপালের পার্লামেন্টে পাশ হওয়া সে দেশের সংশোধিত সংবিধানের অন্তর্গত মানচিত্রে লিপুলেখ, কালাপানি ও লিম্পিয়াধুরার মতো ভারতীয় ভূখণ্ডকে নেপালের বলে দাবি করা হয়েছে। তার জেরে নেপালের এই পদক্ষেপ ‘একমুখী ও কৃত্রিম বৃদ্ধির দাবি’ বলে মন্তব্য করেছে দিল্লি। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিবহণমন্ত্রীর এ দিনের বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

গোয়ালপাড়ার কৃষ্ণাইয়ে ক্যানসার আক্রান্তের শরীরে করোনা পজিটিভ

কৃষ্ণাই (অসম), ১৪ জুন (হি.স.) : গোটা অসমের পাশাপাশি গোয়ালপাড়া জেলায় কোভিড-১৯ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। গোয়ালপাড়ার কৃষ্ণাইয়ের আশুডুবি এলাকার দুলাল সাহা (৪৪) নামের এক ব্যক্তির শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। অথচ তাঁর কোনও টর্যাভেল হিস্ট্রি নেই। তিনি ক্যানসারের রোগী।

সপ্তাহ খানেক আগে গুয়াহাটির গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করিয়ে এসেছিলেন। হাসপাতালে সোয়াব দিয়ে তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। শনিবার সেই নমুনার পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ আসে। এদিকে করোনা আক্রান্ত ওই ব্যক্তি যে গাড়িতে করে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলেন সেই গাড়ির চালক এবং তার পরিবারের সদস্যও ইতিমধ্যে বিভিন্ন জনের সংস্পর্শে এসেছেন। এ নিয়ে গোটা কৃষ্ণাই এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

রবিবার শিশু বিহার এলামুনি আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

সোমবার শেষকৃত্য সুশান্ত সিং রাজপুতের

কলকাতা, ১৪ জুন (হি স): চিরঘুমে ডুব দিলেন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত।সবাইকে কাঁদিয়ে মাত্র ৩৪ বছর আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন অভিনেতা। রবিবার মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় নিজের ফ্ল্যাটে আত্মঘাতী হন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। তবে, অভিনেতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে আগামীকাল সোমবার।

হঠাৎই এদিন আত্মঘাতী হলেন অভিনেতা। কিন্তু কেন সেই প্রশ্নের উত্তর এখন অধরা। জানা যাচ্ছে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অভিনেতা। চলছিল চিকিৎসাও। প্রাথমিক তদন্তে, ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে অভিনেতার মেডিক্যাল রিপোর্ট । রবিবার সুশান্তের বান্দ্রার ফ্ল্যাট থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করার পরই ড় আরএন কুপার মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃতদেহ। তবে এদিন হয় নি ময়নাতদন্ত।সোমবার ময়নাতদন্তের পর মুম্বইতেই করা হতে পারে শেষকৃত্য।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

কিয়ানু রিভস যে কারণে রাজি হয়েছেন গ্লিটজ

ডেস্ক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

‘দি ম্যাট্রিক্স’ ছবির চতুর্থ পর্বের কাজ শুরু হয়েও থেমে আছে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে।ফেব্রুয়ারি মাসে সান ফ্রান্সিসকোতে শুটিংয়ের কাজ শুরু হওয়ার পর বাকি কাজ করার কথা ছিল বার্লিনে। তবে বর্তমান মহামারীর কারণে সেটা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।ছবির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সূত্রানুসারে ‘ভ্যারাইটি’ ম্যাগাজিন জানায়, জুলাই মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।কাজ যেমন বন্ধ তেমনি ছবির নায়ক কিয়ানু রিভসও এই ছবি নিয়ে কোনো মন্তব্য করা থেকে এতদিন মুখবন্ধ রেখেছিলেন।তবে এবার মুখ খুলেছেন তিনি।এই ছবিগুলোর অসাধারণ চিত্রনাট্য তৈরি করেছিলেন লানা এবং লিলি ওয়াচোওয়াস্কি। তারাই এবার ‘দি ম্যাট্রিক্স ফোর’ এর চিত্রনাট্য নিয়ে কথা বলেছেন ‘এম্পেয়ার ম্যাগাজিন’য়ে। আর সেই প্রতিবেদনের পরেই মুখ খোলেন কিয়ানু রিভস।তিনি চিত্রনাট্য পড়ে এতই মুগ্ধ হন যে এই ছবিতে কাজ করার ক্ষেত্রে না করতে পারেননি।৫৫ বছর বয়সি রিভস, একই ম্যাগাজিনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, “অসাধারণ সুন্দর চিত্রনাট্য। এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো মানেই হয় না।

এই ছবিতে অভিনয় করার একমাত্র কারণ হচ্ছে লানা ও লিলির সঙ্গে আবারও কাজ করতে পারা।”‘নিও’ চরিত্রেই অভিনয় করছেন রিভস। পাশাপাশি তার সহ-অভিনেত্রী হিসেবে আছেন ক্যারি অ্যান মস। যিনি ম্যাট্রিক্সে ‘ট্রিনিটি’ চরিত্রে রূপদান করেছিলেন।৫২ বছর বয়সি মস এম্পেয়ার ম্যাগাজিনকে বলেন, “আমি কখনও ভাবিনি এটা ঘটবে। আমার রাডারেই ছিল না ব্যাপারটা।”তিনি আরও বলেন, “চিত্রনাট্যের গভীরতা উপলব্ধি করে আমি মুগ্ধ। এটা আমার জন্য একটা উপহার।”

হলিউড ছবির ভক্তদের মাঝে ম্যাট্রিক্স ছবির জনপ্রিয়তার কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। কল্প-বিজ্ঞান ভিত্তিক কাহিনীর ছবির জগতের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল ১৯৯৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘দি ম্যাট্রিক্স’ ছবিটি। এরপর ২০০৩ সালে পর পর মুক্তি দেওয়া হয় দ্বিতীয় পর্ব ‘দি ম্যাট্রিক্স রিলোডেড’ এবং তৃতীয় পর্ব ‘দি ম্যাট্রিক্স রিভোলিউশন্স’।আগের ম্যাট্রিক্স ছবিগুলোতে আরও যারা অভিনয় করেছিলেন যেমন- লরেন্স ফিশবার্ন, হুগো ওয়েভিং, জাডা পিনকেট স্মিথ, ইয়াহিয়া আব্দুল মতিন টু, নিল প্যাট্রিক বা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া- তারাও ‘দি ম্যাট্রিক্স ফোর’ ছবিতে থাকছেন।

মহামারীর অভিজ্ঞতা মাইলি সায়রাসের কাছে ভিন্ন

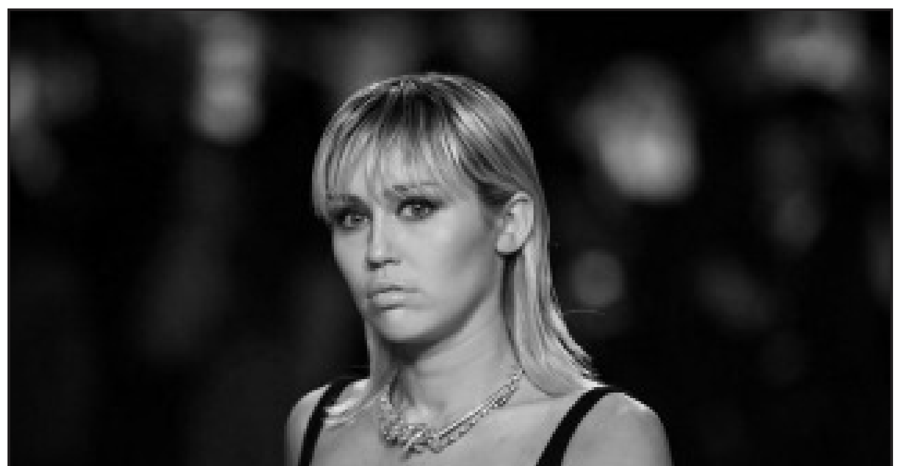

‘সেলিব্রেটি’ হওয়ার সুবাদে বর্তমান পরিস্থিতিকে অন্যভাবে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে মার্কিন পপ গায়িকা মাইলি সায়রাসকে।খাদ্যসংকট, যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ কিংবা দিনের পর দিন বাসায় আটকে থেকে মানসিক চাপ সামলানোর মতো বিষয়গুলো হয়ত সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেই বেশি ঘটছে।তবে হলিউডের রঙিন জগতের বাসিন্দাদের সবার অবস্থা এক নয়। আর এই বিষয় নিয়ে নতুন অভিজ্ঞতার ঝাঁপি খুলে বসেছেন আমেরিকান সংগীতশিল্পী মাইলি সায়রাস।সম্প্রতি ‘দি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’য়ে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “জানি আমি অপ্রতিম একটা স্থানে রয়েছি। যে কারণে মহামারীর অভিজ্ঞতা আমার দেশ ও সারা বিশ্বের সবার মতো নয়।”তিনি আরও বলেন, “আমার জীবনটা এখন থামা, চলার মধ্য দিয়ে গেলেও মহামারী কী তা আমার ধারণাই নেই। আমার জায়গায় স্বচ্ছন্দে আছি, টেবিলে খাবার রাখতে পারছি এবং আর্থিক দিকে থেকেও ভালো আছি। তবে সবার গল্প আমার মতো নয়।”আর এই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা সব ‘সেলিব্রিটি’ প্রকাশ করতে চাইবেন না। সে কারণেই হয়ত মাইলি সায়রাসের ইন্সটাগ্রামের টক শো ‘ব্রাইট মাইন্ডেড’য়ে অনেককে আমন্ত্রণ জানিয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন তিনি।এই গায়িকা তার শো’তে মহামারীর সময়ে সম্মুখ সমরে যারা রয়েছে তাদের গল্প তুলে আনাসহ সেলেনা গোমেজ, হিলারি ডাফসহ বিভিন্ন সেলিব্রেটির সাক্ষাৎকার নেওয়ার উদ্যোগ নেন। তবে অনেকেই তার আহ্বানে সাড়া দেননি।তার কথায়, “ডাইরেক্ট মেসেজ’ করার পরও অনেক সেলিব্রিটি আমাকে এড়িয়ে গেছেন।”তিনি আরও বলেন, “যাদেরকে ধরতে পারিনি, তাদের ক্ষেত্রে আমি মোটামুটি নিশ্চিত তারাও আমার মতো করেই এহ

ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের শুটিং নিয়ে যা ভাবছে বলিউড

ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে মাস দুয়েক পেছনে ফিরে যাই। তখন ‘পিকু’, ‘অক্টোবর’ বা সাম্প্রতিককালের আলোচিত ছবি ‘গুলাবো সিতাবো’খ্যাত বাঙালি পরিচালক সুজিত সরকার লিখেছিলেন, ‘আর কত দিন হিন্দি সিনেমায় ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখানো হবে? জড়িয়ে ধরা বা চুমুর দৃশ্যগুলোর দিন ফুরিয়ে আসছে।’ এরপরই প্রযোজকদের সংগঠন ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য ‘ব্যাক টু অ্যাকশন’ নামে ৩৭ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ নীতিমালা প্রকাশ করে। সেই নীতিমালায় একবার চোখ বোলালে আপনার মনে হতেই পারে, বলিউড আবারও প্রেম, যুগলের ঘনিষ্ঠ হওয়া দেখাতে দুটো রঙিন ফুলের ঠোকাঠুকিতে ফিরে যাবে। এ বিষয়ে নানা মুনি দিয়েছেন নানা মত। নীতিমালায় ‘চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরা বা যৌনদৃশ্য বাদ’ বলে আলাদা একটা অধ্যায়ই আছে। আর এ অধ্যায় নিয়েই বিদ্রোহ করে বসেছেন একাধিক পরিচালক।

নীতিমালা পড়ে পরিচালক গৌরব পাঞ্জওয়ানি তাৎক্ষণিক মন্তব্য করেছেন, ‘এই বিধিনিষেধ মেনে তো কাজ করাই কঠিন। তাই যত দিন এসব নীতিমালা কার্যকর, তত দিন অন্তত আমি বা আমার মতো স্বাধীনচেতা পরিচালকদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। চিত্রনাট্য যদি চুমু বা অন্তরঙ্গ দৃশ্য দাবি করে, ফুল, পাখি দেখিয়ে আমি কাজ চালাতে পারব না। সবকিছু সত্যি সত্যিই স্বাভাবিক হোক আগে। তারপর “অ্যাকশন” হবে।’ ‘মুম্বাই সাগা’, ‘শুটআউট অ্যাট ওয়াদালা’, ‘জাজবা’খ্যাত পরিচালক সঞ্জয় গুপ্তারও একই মত। তিনি বুঝতেই পারছেন না, যদি ওই অভিনয়শিল্পীদের দুজনই করোনা নেগেটিভ হন, তাহলে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য করতে অসুবিধা কোথায় !প্রস্তাবিত নীতিমালায় ‘চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরা বা যৌনদৃশ্য বাদ’ বলে আলাদা একটা অধ্যায়ই আছে। ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে প্রস্তাবিত নীতিমালায় ‘চুমু খাওয়া, জড়িয়ে ধরা বা যৌনদৃশ্য বাদ’ বলে আলাদা একটা অধ্যায়ই আছে।

অন্যদিকে ‘গান্ধী বাত’ ওয়েব সিরিজখ্যাত নির্মাতা শচীন মোহিত উপদেশের সুরে এই সংকট থেকে উদ্ধারে মাঝামাঝি একটা পন্থা বের করার কথা বলেন, যাতে করে প্রযোজকেরাও টাকা ঢালতে আগ্রহী হন আর নির্মাতাদেরও কাজ থেমে গিয়ে ভাতের অভাব না হয়। তিনি বলেন, ‘এই বেলা আমাদের ক্যামেরা আর লাইটের ওপর ব্যাপক কাজ করতে হবে। অ্যাঙ্গেলের ওপর নানান পরীক্ষা—নিরীক্ষা করতে হবে। কারণ, ভিএফএক্স দিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য করা যাবে না। তবে কাজ বন্ধ রাখা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।’ নির্মাতা অভিনয় দেওরও একই মত, ‘আমি জানি না কীভাবে এই দুইয়ের সমন্বয় করে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। তবে কথা একটাই, আমাদের বসে থাকলে চলবে না। আমাদের নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই যতটা সম্ভব “অ্যাকশন কাট” করে যেতে হবে। সময়ের প্রয়োজনে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে, নতুন করে তৈরি হতে হবে, তৈরি করতে হবে।’একটি পুরোনো সিনেমার দৃশ্যে অমিতাভ ও রেখা।

‘রুদ্রাক্ষ’, ‘নকআউট’খ্যাত নির্মাতা মণি শংকরেরও কথা একটাই, ‘চুমু, জড়িয়ে ধরা, শারীরিকভাবে অন্তরঙ্গ হওয়া এগুলো তো আকাশ থেকে টুপ করে পড়েনি। এগুলো জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে লেগে আছে। নীতিমালা আমাদের সিনেমা বানাতে বলছে, জীবনের উপাদান বাদ দিয়ে। শিল্পীরা যদি করোনায় আক্রান্ত না হন, তবে এসব দৃশ্য করতে সমস্যাটা কোথায়? নীতিমালা মেনে এখন স্ক্রিপ্ট লিখতে বসতে হবে? নায়ক—নায়িকা প্রেম করবে, চুমু খাবে না! স্বামী—স্ত্রী সংসার করবে, শুধু একসঙ্গে বিছানায় যাবে না!’ এভাবেই এই নীতিমালাকে ‘আজগুবি’ বলেছেন ‘ট্যাঙ্গো চার্লি’র এই নির্মাতা।অনেক পরিচালক ভাবছেন, সবকিছু সত্যি সত্যিই স্বাভাবিক হোক আগে।

‘তনু ওয়েডস মনু’, ‘রানঝানা’, ‘জিরো’ সিনেমার জাতীয় পুরস্কারজয়ী গল্পলেখক হিমাংশু শর্মা অবশ্য এত সব বিতর্কের মধ্যেও আশাবাদী। তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয়, এসব নীতিমালা খুব অল্প সময়ের জন্য কার্যকরী হবে। দীর্ঘমেয়াদে যাবে না। এই সময়টুকুর জন্য তো চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নেওয়াই যায়, নাকি? অন্তত সবার নিরাপত্তার প্রশ্নে? অভিনয়শিল্পীদেরও তো স্বস্তিতে কাজ করতে দিতে হবে? গত তিন মাসে আমি এমন কিছু লিখিনি, যাতে নীতিমালা ভঙ্গ হয়। আমি যদি লিখতে পারি, আপনারা ওই দৃশ্যগুলো বাদ দিয়ে ছবি বানাতেও পারেন। এই নীতিমালা কারও ক্ষতির জন্য নয়, বরং সবার মঙ্গলের জন্য।’ অন্যদিকে এসব দেখে—শুনে ক্ষেপে গিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে একেবারে ১৮০ ডিগ্রি উল্টো কথা বলেছেন রাম গোপাল ভার্মা। তিনি বলেন, ‘যে বা যারা এই নীতিমালা মেনে কাজ করবে, তারা কোনো নির্মাতাই না। পরিচালক তো অনেক দূরের কথা। তারা কোনো দিন শিল্পী হতে পারেনি, আর পারবেও না। শিল্পের কোনো নীতিমালা হয় না। তাই এই নীতিমালা মেনে আমার ছবির চিত্রনাট্য করার প্রশ্নই আসে না। আমি দরকারে শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর বা থাইল্যান্ডে যাব। বা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যাব। যেখানে শুটিংয়ের ক্ষেত্রে এসব উদ্ভট আইন নেই, শিল্প স্বাধীন, শিল্পী স্বাধীন।’

‘দ্য মমি’ : ক্লিশে জর্জরিত এক জগাখিচুড়ি

স্টার সিনেপ্লেক্সে ছিল ইফতার মাহফিলের দাওয়াত। সেইসঙ্গে বাড়তি পাওনা টম ক্রুজের ‘দ্য মমি’ দেখার সুযোগ। কিন্তু ক্রুজের তারকাখ্যাতির জোরেই হোক, বা হোক সেই পুরানো দিনের ‘মমি’ উন্মাদনা- ধারণক্ষমতার দেড়গুণ লোক এসে হাজির হলের সামনে!

যে সিনেমা নিয়ে এত উন্মাদনা, সেই সিনেমার প্রতি আশার পারদটা একটু চড়া-ই থাকবে- এটাই স্বাভাবিক। তবে সেইসঙ্গে মনে ছিল আশাভঙ্গের ভয়ও। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আশা নয়, সত্যি হলো আশঙ্কাটাই!

নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে প্রাচীন মিশরের হাজার বছরের পুরানো মমির আধুনিক বিশ্বে জীবন্ত হয়ে ওঠার ঘটনা নিয়ে যখন ছবি তৈরি হয়েছিল, তখন সেই গল্পের ভাবনা ছিল টাটকা; এমনকী ক্ষেত্রবিশেষে অভিনবও বলা যায় একে। কিন্তু সেই একই গল্পকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ২০১৭ তে বললে বাসি তো লাগবেই, সেইসঙ্গে মনে হবে বাহুল্যও।

‘দ্য মমি’র রিবুট বানিয়ে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সাল স্টুডিওজ যে ভুল করেছে, তা খানিকটা হলেও কাটিয়ে ওঠার আশা ছিল টম ক্রুজ, রাসেল ক্রোদের মত তারকাদের উপস্থিতি দিয়ে। কিন্তু হতাশা গ্রাস করলো এখানেও। টম ক্রুজের চরিত্রটির কিছুমাত্রায় বিকাশ ঘটতে দেখা গেলেও রাসেল ক্রো’র ‘ডক্টর জেকিল’ বা ‘মিস্টার হাইড’ সম্পর্কে জানা গেল না তেমন কিছুই। উপরন্তু মিশরীয় মমির গল্পের ভেতরে ব্রিটিশ এই ক্লাসিক রূপকথার চরিত্র কীভাবে ঢুকে গেল- তা ভাবতে গিয়ে মাথা চুলকানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই!

স্টিভেন সমার্স-এর ‘মমি ট্রিলজি’র অন্যতম আকর্ষণই ছিল এর শয়তান ভিলেনগুলো। ছবির নায়ক ব্রেন্ডন ফ্রেইজার এবং র‍্যাচেল ওয়াইজের অনন্য রসায়নও ছিল এই ছবির প্রাণ। সেইসঙ্গে পার্শ চরিত্রগুলোর কৌতুক ছবিগুলোতে কিছুটা হলেও যোগ করেছিল দারুণ এক ভিন্ন মাত্রা। ফলে মূল ‘মমি ট্রিলজি’র গল্পগুলো যতোই আজগুবি হোক না কেন, দর্শককে বিনোদিত করেছে পুরোমাত্রায়। সিনেমাগুলো আর যাইহোক বিরক্তিকর ছিল না কোনোভাবেই।

কিন্তু ‘দ্য মমি’ রিবুট, এর আশ্চর্য ব্যতিক্রম! ভিলেন চরিত্র, প্রিন্সেস আহমেনাটের অভিনেত্রী সোফিয়া বাউটেলাকে ভয়ালদর্শন লেগেছে বটে, কিন্তু ‘মমি’র খলচরিত্রে কৌতুক, শয়তানি আর কূটবুদ্ধির যে মিশেল দেখা যায়- তা আর দেখা গেল কোথায়? আর টম ক্রুজের চরিত্র নিক মর্টন যে চরিত্রের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, সেই জেনি হ্যালসি’র অভিনেত্রী অ্যানাবেল ওয়ালিস তো ছিলেন একেবারেই নিষ্প্রভ! ব্রেন্ডন ফ্রেইজারের সঙ্গে আগের ‘মমি’ সিনেমাগুলোতে যেমন পাল্লা দিয়ে শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন র‍্যাচেল ওয়াইজ, সেরকম কিছু তো দেখা গেলই না অ্যানাবেলের ক্ষেত্রে, বরং তাকে বাঁচাতে গিয়ে টম ক্রুজ বারবার পড়ে যাচ্ছিলেন শত্রুর ফাঁদে!

মূল ‘মমি ট্রিলজি’র সঙ্গে এই রিবুটের আরেকটি বড় পার্থক্য ছিল এতে দেখানো সময়কালের। নব্বইয়ের দশকের ছবি হলেও ১৯৯৯ সালের ‘দ্য মমি’র গল্পের সময়কাল ছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। কিন্তু এবারের সিনেমাটির গল্প ২০০০ পরবর্তী সময় নিয়েই, যখন ইরাকে চলছে যুক্তরাষ্ট্রের সেনা-আগ্রাসন। আর তাই গল্পটির পটভূমি ইরাক-কেন্দ্রিক হলেও সিনেমাটি বেশ জমতো; উঠে আসতে পারতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পশ্চিমা আগ্রাসনের বর্তমান চিত্রটিও।

কিন্তু সেসবের ধারেকাছে না গিয়ে মিশরে পুঁতে ফেলা মমি (যার খোঁজ মিললো ইরাকে) পাচার হয়ে গেল লন্ডনে! আর তাই লন্ডন ব্রিজের উপর দিয়ে যখন মমির মুখের আকৃতির বালুঝড় দেখা গেল, আর মিশরীয় এক প্রাচীন রাজকন্যার আজ্ঞাবহ হয়ে গেল ইংল্যান্ডের প্রাচীন ক্রুসেডারকূল- তখন এই জগাখিচুড়ি হজম করা কঠিন তো বটেই!

ঈদের ছুটিতে হলিউডি ছবি দেখে মন ভরানোর পরিকল্পনা যদি থেকেই থাকে, তালে ‘ওয়ান্ডার ওম্যান’ কিংবা ‘পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান ফাইভ’ দেখুন। প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার ফ্লপ হলিউডি প্রজেক্ট ‘বেওয়াচ’ও দেখতে পারেন সাহস করে।

সত্যিকারের ভালোবাসা এবং এক খল নায়িকার গল্প

‘মেয়েরা ভয়ঙ্কর!’

‘রেগে গেলে অগ্নিসম!’

‘মেয়েরা মেয়েদের শত্রু!’

এমন কত কথা প্রচলিত আছে। ছেলেরাও নিজেরা যখন অন্যকে নিয়ে নেতিবাচক কথা বলে, তখন এমনও বলা হয়- মেয়েদের মতো কর কেন?

কিছু কথা এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যেন মেয়েরাই সেটা করে। তাই গালিও মেয়ে দিয়ে.. সেই দীর্ঘ আলাপে না গিয়ে ম্যালেফিসেন্ট নিয়েই গল্প করা যাক।

গল্পের শুরু অরণ্যের রাজকন্যাকে নিয়ে। তার আছে দুটো পাখা। অরণ্যকে বশ করার ক্ষমতা এবং অপরূপ সৌন্দর্য। তার নাম ম্যালেফিসেন্ট । প্রতিটা মানুষের মাঝেই আছে সুর-অসুর। তা কবি বলুক বা ব্যবসায়ী। খল বলুক বা নায়ক। আসলেই আছে। কারণ যে খল সেও তো মানুষই। নারীর মাঝেও দূর্গা আর কালীর সহাবস্থান নিয়ে আলাপ- সংলাপ বা সাহিত্যের অন্ত নেই।

ম্যালেফিসেন্ট ছবিটিকে অ্যাঞ্জিলিনা জোলির চরিত্রটি বড় হয়েছে দূর্গা রূপেই। পাখাটা কালো হলেও স্বর্নালি হাসি আর ঢেউ তোলা চুল দেখে কে বলবে এই মেয়েটি কাঁদবে?

মেয়েটি কেঁদেছিল বটে। কাঁদিয়েছিল একজন। ছেলেবেলার হঠাৎ দেখা — সত্যি ভালোবাসার আশায় দেওয়া চুমু আর জড়িয়ে ধরার মানুষটির কারণে।

সেই মানুষটি ফিরে আসে। কারণ এই পাখাওয়ালা ‘নারীরূপী’ পৃথিবীর চোখে অসুর তার রাজ্যকে প্রতিহত করেছে অরণ্য উজার করতে। নারীরা যেভাবে সর্বশক্তি দিয়ে সর্বরূপে বিরাজ হয়ে নিজের পৃথিবীকে সামলায়- ম্যালেফিসেন্ট ও তাই করেছিল। আর তাতেই যে হল — সিনেমার ডাইনি।

ছেলেটি ফিরে আসে অরণ্যে। ভালোবাসে। আর কেটে নেয় ম্যালেফিসেন্ট -এর পাখা।

ম্যালেফিসেন্ট কাঁদে। চিৎকার করে কাঁদে। আর সেই ভালোবাসার মানুষটি কাটা পাখা নিয়ে চলে যায় রাজ্যের রাজা হতে। নারীর পাখার বিনিময়ে ভালোবাসার বিশ্বাসের দামে সে হয় শক্তিশালী রাজা। আর নারীর পাখাকে করে রাখে বন্দী। নারীকে করে ফেলে চীর অবাঞ্ছিত — রাজ্যের চোখে।

কিছু মিলছে বন্ধুরা? কত নারীর পাখা এভাবে কাটা গেছে - কারও সঙ্গে কী গল্প মেলে?

আচ্ছা, সিনেমার গল্পে ফিরি।

এরপর ম্যালেফিসেন্ট আঘাতে রুক্ষ হয়। রাগে অদম্য। ভালোবাসায় হেরে ঘৃণায় সিক্ত হয়ে রাজার মেয়েকে দেয় অভিশাপ। সত্যিকারের ভালোবাসা না মিললে ষোল বছর বাদে সে আর ঘুম থেকে উঠবে না।

কিন্তু আবার এই ‘দুষ্টু’ নারীই নির্বাসনে থাকা সাবেক প্রেমিকের কন্যাকে দেখে শুনে রাখে। মুখে বলে ‘বিস্টি’- ‘আই হেইট ইউ’ কিন্তু ভালোবাসার অরণ্যের ছায়া দিয়ে ধরে রাখে প্রেমিকের মেয়েকে। এই সন্তান তারও তো হতে পারতো।

কিন্তু নারী ভালোবাসা দেখালেই দুর্বল- পাখা কাটার সেই ব্যাথা ম্যালেফিসেন্টকে বাধা দেয় অরোরার কাছে আসতে।

কিন্তু অভিশাপ ফলে। অরোরা ঘুমায়। কোনো রাজপুত্র তার ঘুম ভাঙাতে পারে না। রাজাও বলে- পৃথিবীতে সত্যিকারের ভালোবাসা বলে কিছু নেই।

আর তার পরেই ম্যালেফিসেন্ট-এর চুমুতে জেগে ওঠে রাজকন্যা অরোরা। সত্যিকারের ভালোবাসার স্পর্শে।

কিন্তু আবার নারীর কাছে হারবে রাজা? এ কী করে হয়। রাজা সর্ব শক্তি দিয়ে ম্যালেফিসেন্টকে মারতে চায়। অরোরা তখন পাখা মুক্ত করে শক্তিশালী করে তোলে আবার ম্যালিকে।

এখানেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যটি দেখা যায়।

রাজা ম্যালেফিসেন্ট-এর পায়ে শেকল জড়িয়ে বলে মারো ওকে। তখন ম্যালেফিসেন্ট পাখা পেয়ে সর্বশক্তি দিয়ে পায়ের বাধন থাকা স্বত্বেও প্রাসাদ ভেঙে বের হয়। রাজাকেও মুক্ত করতে চায়।

কিন্তু রাজা তাকে মেরেই ফেলতে চায়। অবশেষে রাজার মৃত্যু।

ম্যালেফিসেন্টর মুক্তি আর অরোরার ঘরে ফিরে আসা।

সহজ একটি রাজকন্যার গল্পে নারীর বাধা- ক্রোধ আর ভালোবাসার যে বয়ান তা কতটুকু সফল কে জানে। কিন্তু আসলেই নারীর কাছে জয় পরাজয় কোনো বিষয় নয়। যদি ভালোবাসা থাকে। থাকে একটু মায়া। সে প্রতারক প্রেমিকের সন্তানের কাছ থেকে হোক বা অরন্যের বোবা গাছই হোক।

পাখাওয়ালা নারী মানে যদি আত্মনির্ভরশীল নারীর রূপ হয়- সে তো সমাজের কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। পাখা তো কেটে নেবেই — তাকে সমাজের চোখে খারাপও প্রমাণ করবে। আর সেটা শুধু মেয়েরা করে না। নারী-পুরুষ মিলে নারীর কণ্ঠকে — পাখাকে দাবিয়ে রাখার প্রচলন বহু পুরানো। এজন্যই অনেক বাস্তব প্রেক্ষাপটেও দেখা গেছে লম্পট রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে আবারও মসনদে বসানো হয়- আর কালো তালিকায় থাকে তার লালসার শিকার হওয়া নারী।

ম্যালেফিসেন্ট এমনই ভালোবাসার ‘শিকার’ হওয়া এক নারী। যে কি-না গল্প বলেই হয়ত পাখা ফেরত পেয়েছে। আর পেয়েছে ভালোবাসার মানুষকে।

আর বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার তা হল সত্যিকারের ভালোবাসার চুমুই। সেটা যে রূপেই আসুক।

১৯৫৯ সালে ফরাসি লেখক চার্লস পেরোর ‘দ্য স্লিপিং বিউটি’ অবলম্বনে নির্মিত হয়েছিল ‘স্লিপিং বিউটি’ ছবিটি। ৫৫ বছর পর ২০১৪ সালে দর্শকদের সামনে আসে এর রিমেক চলচ্চিত্র ‘ম্যালেফিসেন্ট’।

সিনেমার প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি এবং প্রিন্সেস আরোরা চরিত্রে দেখা গেছে এল ফ্যানিংকে।

২০১৯ সালের ১৮ অক্টোবর মুক্তি পায় এর সিক্যুয়েল ‘ম্যালেফিসেন্ট: মিসট্রেস অব ইভিল’। সে গল্প আরেকদিন!

গান ছাড়ার গুজব উড়িয়ে দিলেন আতিফ আসলাম

আজান দেওয়া, নাত ও কাওয়ালি পরিবেশন করার পর আতিফ আসলামের ভক্তদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল তিনি কি তবে সংগীত ছাড়ছেন!করোনাভাইরাসের এই সময়ে যখন সব দেশেই চলছে লকডাউন তখন বিভিন্ন দেশের শিল্পীরা অনলাইনে এসে গান শোনাচ্ছেন ভক্তদের।তবে পাকিস্তানি সংগীত শিল্পী আতিফ আসলাম গান নয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের গলায় আজান পরিবেশন করে হয়েছেন সমাদৃত।একই সঙ্গে ভক্তদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল তবে কি তিনি গান ছাড়ছেন?আতিফ আসলাম নিজের দেশ ছাড়াও ভারত বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশে জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী। এত ভক্তকুলের এই প্রশ্নের জবাব তিনি দিয়েছেন পাকিস্তানের ‘হামিদ মির’ টকশোতে অনলাইনে উপস্থিত হয়ে।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। ছবি- নিজস্ব।

গুয়াহাটিতে ঋতুপর্ণ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের ফাঁসি চান বদরউদ্দিন, পিতৃহারা সাত মাসের সন্তানের দায়িত্ব নিয়েছে কৃষ্ণগুরু ফাউন্ডেশন

গুয়াহাটি / শিলাপথার (অসম), ১৪ জুন (হি.স.) : গুযাহাটি মহানগরে তরতাজা যুবক বছর ২৪-এর ঋতুপর্ণ পেগুর হত্যাকাণ্ডের পর বিভিন্ন দল সংগঠন তাঁর পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ঋতুপর্ণের সাত মাসের সন্তানের ভরণপোষণ শিক্ষা সহ ভবিষ্যতের সমস্ত দায়িত্বভার নিয়েছে কৃষ্ণগুরু ফাউন্ডেশন নামের এক ধর্মীয় সংগঠন। প্রযাত পেগুর পরিবার যাতে ন্যায় বিচার পায়, সেই সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও যাতে সরকারি সাহায্য পান তার জন্য সরকারের কাছে দাবি করেছে ফাউন্ডেশন।

আজ রবিবার দুপুরে কৃষ্ণগুরু আশ্রমের বার্তা নিয়ে কয়েকজন ভক্ত ঋতুপর্ণ পেগুর মা বাবার সঙ্গে দেখা করেছেন। তার আগে আজ সকালে ঋতুপর্ণ পেগুর মরদেহ উজান অসমের শিলাপথারে অকাজানের মেম্বরচুক গ্রামে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। গুয়াহাটির নুনমাটিতে শুক্রবার দিনদুপুরে ছুরিকাঘাত করে তাঁকে খুন করেছিল পাঁচ যুবঘাতক। এই ঘটনার পর শনিবার বিভিন্ন দল সংগঠন পেগুর খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাজপথে বেড়িয়ে এসে প্রতিবাদ বিক্ষোভ জানায়। ঘটনার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

এদিকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন এআইইউডিএফ-প্রধান তথা ধুবড়ির সাংসদ বদরউদ্দিন আজমল। তিনি ঋতুপর্ণ পেগুর হত্যাকাণ্ডের ফাস্টটর্যাক আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে খুনিদের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন। একজন তরতাজা যুবককে নৃশংসভাবে খুন করার ঘটনায় খুবই মর্মাহত হয়েছেন বলে এক ভিডিও বার্তায় তিনি শোক প্রকাশ করেছেন। এর আগে গুয়াহাটিতে এ ধরনের ঘটনা তিনি কোনওদিন শোনেননি বলে মন্তব্য করেছেন বদরউদ্দিন। তাঁর চেরিট্যাবল সংস্থা আজমল ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে প্রয়াত পেগুর পরিবারকে ১ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন সাংসদ। এছাড়া ভবিষ্যতে পেগুর পরিবারকে প্রয়োজন হলে আরও সাহায্য করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।এদিকে গুয়াহাটিতে প্রয়াত পেগুর ভাড়াটে বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন বিজেপি যুবমোর্চার প্রদাশ সভাপতি অনুপ বর্মণ। স্বামীর অকালমৃত্যুতে ভেঙে পড়া স্ত্রী এলিনার হাতে ৫০ হাজার টাকার এককালীন আর্থিক সাহায্য তুলে দেন তিনি। হত্যাকারীরা যাতে কঠোর শাস্তি পায়, আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন আইনি সমস্ত খরচের ভার বিজেপি যুবমোর্চা নেবে বলে জানান অনুপ বর্মণ।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ইতিমধ্যে ঋতুপর্ণ পেগু খুনের সঙ্গে জড়িত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের যথাক্রমে হুসেন আলি, দুলাল আলি, ইব্রাহিম আলি, মনোয়ারা খাতুন এবং অরমান আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

করোনায় আক্রান্ত ছিলেন প্রয়াত বাংলাদেশের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী শেখ মহম্মদ আব্দুল্লাহ

ঢাকা, ১৪ জুন (হি. স.): প্রয়াত বাংলাদেশের ধর্ম বিষয়কমন্ত্রী শেখ মহাম্মদ আব্দুল্লাহ। শনিবার রাজধানী ঢাকায় স্থানীয় সময় রাত ১১ টা ৪৫ মিনিট নাগাদ সেনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪। তিনি করোনায় আক্রান্ত ছিলেন বলে রবিবার জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছিলেন। অবশেষে হৃদযন্ত্র বিকল বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে প্রয়াত হন তিনি। এর আগে ওইদিন রাত ১০ টা ৩০ মিনিট নাগাদ নিজের বাইলি রোডের বাসভবনে হঠাৎই অসুস্থ বোধ করেন শেখ মহাম্মদ আব্দুল্লাহ। তৎক্ষণাৎ তাকে ঢাকার কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয় ।সেখানেই প্রয়াত হন তিনি।

এদিকে রবিবার সকালে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহর করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে। নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পর ডাক্তাররা বলেছেন, কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়েই মারা গেছেন তিনি। ডাক্তারদের কথা উল্লেখ করে এ তথ্য জানান আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া।

একাধিক দশক ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী হিসেবে কাজ করে গিয়েছেন আব্দুল্লাহ। তার প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আবদুল হামিদ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৪৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার গোপালগঞ্জের কেকানিয়ায় জন্মগ্রহণ শেখ মহম্মদ আব্দুল্লাহ।ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি।১৯৬৬ সালে খুলনার আজম খান কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেন।বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমকম, এমএ, এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরুর দিকে স্কুল শিক্ষক হলেও পরবর্তীকালে আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।আওয়ামী লীগে যোগদান করে রাজনীতি করতে থাকেন তিনি।জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই দলের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন তিনি।

কিডনিতে পাথর, গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হসপাতালে ভরতি অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ১৪ জুন (হি.স.) : কিডনিতে পাথর। তাই গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হসপাতালে ভরতি হতে হয়েছে অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে। রবিবার আচমকা কিডনিতে ব্যথা অনুভব করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তাররা তাঁর সোনোগ্রাফি করেন। সনোগ্রাফির রিপোর্টে ধরা পড়ে কিডনিতে হয়েছে পাথর। ৩.৭৬ মিলিমিটারের পাথর রয়েছে তাঁর কিডনিতে। আজ তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়ে ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা শুরু করেছেন। চলছে স্যালাইন-ইঞ্জেকশনও। টুইট করে নিজেই এ কথা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

করোনা সংক্রমণ শুরু হতেই গত মার্চ মাস থেকে গোটা রাজ্য চযে বেড়াচ্ছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। উজান থেকে নিম্ন অসম, বরাক থেকে ডিমা হাসাও, সব জায়গাতেই ছিলেন তিনি সেনাপতির ভূমিকায়। বিরোধী দল কংগ্রেসও তাঁর সমালোচনা করতে পারছে না। বরং ঢেঁক গিলে প্রশংসা করতে হচ্ছে তাঁর। অবশ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আজ রবিবারের দিন বিশ্রাম নিয়েই তিনি কাজে ঝাঁপাবেন ফের।

সুশান্ত সিংয়ের মৃত্যুতে শোকের ছায়া সোশ্যাল মিডিয়াতে

কলকাতা, ১৪ জুন(হি. স.): বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে শোকের ছায়া সোশ্যাল মিডিয়ায়। একের পর এক পোষ্টে হৃদয় বিদারক ক্যাপশনে ভরে উঠেছে সামাজিক মাধ্যম। তাঁর মৃত্যুতে শোক বার্তা জানিয়ে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রুপোলি পর্দার ব্যাক্তিত্বরা।

রবিবার নিজের বাড়িতেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন অভিনেতা। মুম্বইয়ের বান্দ্রার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ। সেকথা ফোন করে পুলিশকে জানায় বাড়ির পরিচারক। জানা যাচ্ছে,মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অভিনেতা। চলছিল চিকিৎসা ও ।প্রাথমিক তদন্তে, ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে অভিনেতার মেডিক্যাল রিপোর্ট ।

কখনো ”কাই পো চে ”, কখনো বা ” ছিছোরে” এর আত্মহত্যার বিরুদ্ধে তাঁর সেই সংলাপ বারবার ভেসে উঠছে সোশ্যাল মিডিয়ার পর্দায়। কখনও ধোনির আত্মজীবনী তে তাঁর শেষ দৃশ্যের মুহূর্ত, সব কিছু সাক্ষী আজ সোশ্যাল মিডিয়া। ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর মৃত্যুকালীন শেষ ছবিও। সেখানেই জমছে তাঁর জন্য মন খারাপের পাহাড়। বছর ঘুরলে এই স্মৃতিগুলোই আবার মনে পড়াবে প্রতিপত্তি, যশ সব কিছু থেকেও অকালে ঝরে গেল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে স্তম্ভিত বলিউড থেকে টলিউড

কলকাতা, ১৪ জুন (হি স):সুশান্ত হারা হল সিনে দুনিয়া। রবিবার সকালে যেন আকাশ ভেঙে পরেছে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে আত্মঘাতী হলেন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। অভিনেতার মৃত্যুতে বলিউড-টলিউড থেকে। রবিবার সকাল মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় নিজস্ব ফ্ল্যাটে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় অভিনেতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ । পুলিশের প্রাথমিক অনুমাণ, এটি আত্মহত্যার ঘটনা । তবে কী কারণে অভিনেতা আত্মহত্যা করেছেন, তা এখনও জানা যায়নি। অভিনেতার মৃত্যুতে টুইট করে অভিনেতা রিতেশ দেশমুখ লিখেছেন, ” স্তম্ভিত ।কোন ভাষা নেই ।সুশান্ত সিং রাজপুত আর নেই ।গভীর শোকাহত। অভিনেতা নাওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি লিখেছেন, ” আমি এটা বিশ্বাসই করতে পারছি না। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ।একজন ভালো অভিনেতা ভালো বন্ধু। আমার আত্মার শান্তি হোক বন্ধু”। পরিচালক রাজ চক্রবর্তী লিখেছেন, ”আরও একটি বেদনাদায়ক খবর। সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। এটা একদম মানতে পারছিনা। খবরটা পেয়ে খুবই খারাপ লাগছে”। অন্যদিকে অভিনেতা দেব লিখেছেন, ” খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। রেস্ট ইন পিস ”। ২০১৩ সালে সুশান্ত সিং রাজপুত অভিষেক কাপুরের ”কোই পো চে ” চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। এরপর একের পর এক ভালো সিনেমা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন অভিনেতা। ধোনির বায়োপিকে অভিনয় করে দর্শকদের মনে অন্যতম জায়গা করে নিয়েছিলেন অভিনেতা। রাবতা, ছিছরে, কেদারনাথ সহ সিনেমাতে অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সুশান্ত সিং রাজপুত ।কিন্তু হঠাৎই এদিন আত্মঘাতী হলেন অভিনেতা কিন্তু কেন সেই প্রশ্নের উত্তর এখন অধরা। জানা যাচ্ছে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অভিনেতা। চলছিল চিকিৎসা ও ।প্রাথমিক তদন্তে, ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে অভিনেতার মেডিক্যাল রিপোর্ট । উল্লেখ্য , পাঁচ দিন আগে গত ৮ জুন সোমবার আত্মহত্যা করেছিলেন সুশান্তের প্রাক্তন ম্যানেজার দিশা সালিয়ান। মুম্বইয়ের মালাডের একটি বহুতল আবাসনের ১৪ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন দিশা। তাঁকে বরিভেলির একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। তখন একটি পোস্টও করেছিলেন সুশান্ত নিজে।

বারামুল্লায় সংঘর্ষ বিরতি লংঘন পাকিস্তানের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি. স.): করোনায় জেরবার গোটা বিশ্ব। এমন পরিস্থিতিতেও নিজের পুরনো অভ্যাস থেকে পিছু হটল না পাকিস্তান। রবিবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার রামপুর সেক্টরে সংঘর্ষ বিরতি লংঘন করে পাকিস্তান।

নিয়ন্ত্রণ রেখা লাগোয়া ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং বসতি পূর্ণ গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে পাকিস্তান। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত ।শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই। বিগত তিন দিনে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার সংঘর্ষ বিরতি লংঘন করল পাকিস্তান ।অন্য দিকে পুঞ্চ - এ পাকিস্তানের ছোড়া গোলায় প্রাণ হারান এক সেনা জওয়ান। এদিন বারামুল্লা ছোট ও মাঝারি অগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গোলা বর্ষণ করে পাকিস্তান। যোগ্য জবাব দেয় ভারত।

দেশের গর্ব নিয়ে আপস নয়, স্পষ্ট বার্তা রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি. স.): দেশের গর্ব নিয়ে কোনও রকমের আপস করবে না ভারত। রবিবার জম্মুর জনসংবাদ ভার্চুয়াল জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথাই জানান কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

পূর্ব লাদাখে চিন ও ভারতীয় সেনার মধ্যে চলতে থাকা উত্তেজনার আবহে রবিবার রাজনাথ জানিয়েছেন, দেশের গর্ব নিয়ে কোনও আপস করবে না সরকার ।সঠিক সময় এই বিষয়ে সব কিছু জানানো হবে। কাউকে অন্ধকারে রাখা হবে না ।ভারত ও চিনের মধ্যে সামরিক পর্যায় সমস্যা সমাধানের জন্য বৈঠক চলছে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে আগ্রহী চিন। সামরিক এবং কূটনৈতিক পর্যায় আলোচনার মাধ্যমেই এর সমাধান সম্ভব। ভারতীয় বায়ুসেনার শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, রাফাল বিমানের সংযুক্তিকরণ হলেই বায়ুসেনার শক্তি আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে। জুলাই মাসেই তা চলে আসবে। আত্মরক্ষার জন্যই ভারত এই পদক্ষেপ নিয়েছে। কোনও রাষ্ট্র কে আক্রমণ করা ভারতের ইচ্ছে নেই। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিজেপি যে বারবার জিতেছে সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে রাজনাথ জানিয়েছেন, ১৯৮৪ নির্বাচনে বিজেপি মাত্র দুইটি আসন পেয়েছিল ।সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তারা। করোনার জন্য যে দেশ ও দুনিয়ার সার্বিক উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে তা মনে করিয়ে দিয়েছেন রাজনাথ। আত্মনির্ভর ভারত প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজনাথ বলেন, বিদেশ থেকে আমদানি করার পরিমাণ আগামী দিনে কমিয়ে দেওয়া হবে। ভারতের পরিচয় রফতানিকারি দেশ হিসেবে হোক ।সেই লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছে কেন্দ্র। জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ভারত। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দারাও আগামী দিনে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবে।

নতুন ৪৩ জনের দেহে কোভিড-১৯ পজিটিভ, অসমে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯৪৩

গুয়াহাটি, ১৪ জুন (হি.স.) : অসমে ৩৯৪৩ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা। রবিবার বেলা ১২.৩৫ মিনিটে টুইট আপডেটে এই তথ্য দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সেই সঙ্গে তিনি জানান, আজ এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৮০৫ জন রোগী। সক্রিয় রয়েছেন ২১২৭ জন। মৃত্যু হয়েছে আটজনের।

আজ নতুন পজিটিভপ্রাপ্তরা যথাক্রমে ১৪ জন নগাঁও, ১০ জন গোলাঘাট, ২ জন যোরহাট, ২ জন বাকসা, ২ জন চিরাং এবং একজন করে কারবি আংলং, ধেমাজি এবং বঙাইগাঁও জেলার বাসিন্দা।

প্রসঙ্গত, গতকাল শনিবার (১৩ জুন) ২০৭ জনের শরীরে ধরা পড়েছিল মারণ করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি। শুক্রবার (১২ জুন) ২৬৩, বৃহস্পতিবার (১১ জুন) ১৪৫ জন, বুধবার ২৩৫ জন, মঙ্গলবার ২১৫ জনকে কোভিড-১৯ সংক্রমিত বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

এদিকে গতকাল (১৩ জুন) একদিনে ২২১ জন এবং ১২ জুন ১০৫ এবং ১১ জুন ১৮৩ জন করোনা আক্রান্তের পর পর দুবারের নমুনা পরীক্ষায় নেগেটিভ হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

মহানদীর গর্ভে থেকে পাওয়া গেল মন্দিরের হদিস

ভুবনেশ্বর, ১৪ জুন (হি. স.): ওড়িশার মহানদীতে পাওয়া গেল ৫০০ বছরের পুরনো মন্দিরের হদিস। জানা গিয়েছে মন্দিরটি উচ্চতায় ৬০ ফুট লম্বা।

রবিবার নেশনাল ট্রাস্ট ফর আর্ট এন্ড কালচারাল হেরিটেজের প্রজেক্ট কো অর্ডিনেটর অনিল ধির জানিয়েছেন, কটকের পদ্মাবতী এলাকার বাদীসরে অর্ধ ডুবন্ত অবস্থায় মন্দিরটি খোঁজ মিলেছে। মন্দিরটি সংরক্ষণের জন্য ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সাহায্য চাওয়া হবে। মন্দিরটিকে তুলে অন্যত্র স্থাপন করা হবে। মস্তকা শৈলীতে মন্দিরটি গড়ে তোলা হয়। এছাড়াও আরও ৬৫ টি মন্দিরের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে ।মনে করা হচ্ছে প্রাচীন কালে সেখানে নদীর তার ধারা পরিবর্তন করেছিল। তার জেরেই এমন হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৩৮৯জন, সুস্থ হয়েছেন ৫১৮ জন

কলকাতা, ১৪জুন (হি. স.): করোনা আবহে স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থের সংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়ে সুস্থের সংখ্যা ছাড়ালো পাঁচ হাজার। এইপ্রথম বঙ্গে একদিন সুস্থ হলেন ৫১৮ জন। যা এই পর্যন্ত সর্বাধিক। ফলে রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে। এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হন ৩৮৯জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে ১২জনের। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫৫২। রবিবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১, ০৮৭জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫০৬০জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৭৫জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৫.৬৩ শতাংশ সুস্থ হয়েছ।

এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে পাওয়া গিয়েছে ১৫৮টি নতুন কেস। এ পর্যন্ত কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে মোট ৩৬৭২টি কেস। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩১জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ১৪১২জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৬জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ২৯৩জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৯৬৭জন। বাকি মৃতদের মধ্যে একজন নদিয়া, একজন পশ্চিম মেদিনীপুর, একজন হাওড়া, একজন দক্ষিণ ২৪ পরগনা, একজন উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৯হাজার ২৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৩ লাখ ৩৩হাজার ৭৩৩টি। এখন রাজ্যে ৪৫টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্তবাস রয়েছেন ১৪হাজার ২৬০জন। সরকারি একান্তবাস থেকে ছুটি পেয়েছেন,

ছয়ের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির পাশে করোনা আক্রান্ত কাউন্সীলরের মেয়ে

কলকাতা, ১৪ জুন (হি. স.): করোনার ঘেরাটোপে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। পাড়া নয়, এবার কোরোনা নিঃশ্বাস ফেলছে মুখ্যমন্ত্রীর একেবারে ঘাড়ের কাছেই। ঠিক পাশের বাড়িতেই করোনায় আক্রান্তের হদিশ মিলেছে। এমনটাই সূত্রের খবর।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ২৮,২৯ ও ৩৩ নম্বর বাড়িতে করোনা আক্রান্তের হদিস মিলেছে। একই সঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ওয়ার্ড কাউন্সিলর রতন মালাকারের মেয়ে। যদিও রতন মালাকার ৩৩/২ হরিশ মুখার্জি রোডের বাসিন্দা। এই ঘটনায় রীতিমত চাপে ফেলেছে রাজ্য প্রশাসনকে। কর্তা ব্যক্তিদের রাতের ঘুম কেড়েছে। লকডাউন থেকে আনলক পর্ব শুরু হতেই প্রতিদিন সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। রেহাই নেই মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের এলাকাও।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়ির আশেপাশের তিনটি বাড়ি করোনার কবলে। এর আগে তথ্য মিলেছিল হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট এর ১৪ জন বাসিন্দা করোনা আক্রান্ত। ওই পাড়ার বাসিন্দা তৃণমূল বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ তিনিও করোনায় আক্রান্ত হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। কয়েকদিন আগেই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেহরক্ষী ও করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। যদিও পুরসভা তরফে ওই এলাকার ওপর কড়া নজরদারি রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। কারণ ভিন রাজ্য থেকে এক পরিযায়ী শ্রমিক আশায় সংক্রমণ ছড়িয়েছে বলে জানানো হয়।

তবে এবার মুখ্যমন্ত্রী করোনার ঘেরাটোপে পড়ে যাওয়ায় বাড়তি সতর্কতায় নেওয়া হবে বলে খবর পুরসভা সূত্রে। ইতিমধ্যেই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে সাধারণ মানুষের অবাধ চলাফেরা বন্ধ রাখার জন্য ব্যারিকেড লাগানো আছে। বাইরে থেকেও কারণ ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। এছাড়াও এলাকাভিত্তিক নিয়মিত সাইজিং করার কাজও চলছে। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শুধু মুখ্যমন্ত্রী নয় করোনার ঘেরাটোপে পড়তে পারেন যেকোনো মানুষ। কারণ আনলক পর্বে যেভাবে সাধারণ মানুষের জন্য অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। তাতে করোনার সংক্রমণ বাড়বে বইকি কমবে বলে মনে হয় না। নির্দিষ্ট কোনও পরিকাঠামো ছাড়াই বাস ট্রাম চালু করা হয়েছে। ফলে বাসে ট্রামের জনসংযোগ থেকেই বাড়ছে করোনার উপদ্রব। এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাই মুখে মাস্ক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। নইলে এই সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে।

আগামীকাল দর্শনার্থীদের জন্য খুলছে বেলুড়মঠ

কলকাতা, ১৪ জুন (হি স): আনলক ওয়ানে রাজ্য সরকারের নির্দেশে ধর্মীয় স্থান খোলার ছাড়পত্র মিলেছে। কিন্তু নির্দেশ অনুসারে ইতিমধ্যে কলকাতায় বেশ কিছু ধর্মীয় স্থান খুললেও এখনও পর্যন্ত খোলেনি বেলুড় মঠ। দীর্ঘ দু”মাস বসে থাকার পর অবশেষে আগামীকাল সোমবার দরজা খুলতে চলেছে বেলুড় মঠের। ইতিমধ্যেই দরজা খুলে গেছে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের। আর এবার পালা বেলুড়মঠের। ভক্তদের জন্য আগামীকাল থেকে খুলে দেওয়া হচ্ছে বেলুড় মঠ। বেলুড় মঠ খুললেও একাধিক নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে দর্শনার্থীদের ক্ষেত্রে। করোনা সংক্রমণ এড়াতে একসঙ্গে ১০ জনের বেশি মন্দিরে ঢুকতে পারবেন না। মন্দিরে ঢুকলেও ভিতরে বসে ধ্যান করা যাবে না। ফুল-মিষ্টি নিয়ে ঢোকা চলবে না।

চিনে তেলের ট্যাংকার বিস্ফোরণে নিহত ১০ আহত আরও ১১৭ জন

বেজিং, ১৪ জুন (হি.স.): চিনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা। শনিবার তেলের ট্যাংকার বিস্ফোরণে অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এই ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ১১৭ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বন্ধ একাধিক হাইওয়ে।

জানা গেছে শনিবার চিনের একটি হাইওয়ের উপর একটি তেলের ট্যাংকার বিস্ফোরণের ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। বিসস্ফোরণের তীব্রতায় কাছে পিঠে থাকা বাড়ি ও কারখানা ভেঙে গিয়েছে। চারপাশে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় বিস্ফোরণের পর। একাধিক গাড়িতে আগুন ধরে যায় ওই বিস্ফোরণের জেরে। চিনের ঝেজিয়াং-এর ইস্টার্ন প্রভিন্সের কাছে এই ঘটনা ঘটে।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হওয়া ফুটেজে দেখা গিয়েছে, চারপাশ ধোঁয়ায় ঢাকা। আগুনের গোলা আকাশে উড়তে দেখা যাচ্ছে। সেগুলি গিয়ে পড়ছে আশেপাশের বাড়ি ও বাড়িঘরের উপরে।

এই ঘটনার পরই শুরু হয় উদ্ধারকাজ। মৃতের সংখ্যা ১০। তবে অন্তত ১১৭ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আহত অবস্থায়। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। একাধিক হাইওয়ে বন্ধ রাখা হয়েছে।

রবিবার এসএফআই এর উদ্যোগে স্মরণ সভা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনা আবহে ডেঙ্গুর ভয়ে কাঁপছে বেহালা

কলকাতা, ১৪ জুন(হি. স.): করোনা আবহেও ডেঙ্গুর ভয়ে কাঁপছে শহর। ইতিমধ্যেই শহরে দুজনের শরীরে ধরা পড়েছে ডেঙ্গির সংক্রমণ। তবে ডেঙ্গু নিয়ে শহরের লক ডাউনের জন্য সচেতনতা প্রচার যে ব্যাহত হয়েছে তা মেনে নিয়েছেন পুর আধিকারিকরা।
বেহালা পর্ণশ্রী এলাকার এক বস্তিতে দেখা গেল এই রকমই এক বেহাল চিত্র। বেহালা পর্ণশ্রী এলাকায় এক বস্তিতে বাসিন্দাদের অস্থায়ী ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের জায়গায় নতুন ফ্ল্যাট উঠবে বলে। কিন্তু আমফানের পর তাঁদের সেই অস্থায়ী বাড়ি সংকটের মুখে পড়েছিল। তবে সেই পর্যায় কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই সারাক্ষণ তাঁদের ঘর করতে হচ্ছে ডেঙ্গুর আতঙ্ক নিয়েই। বেহালা যেহেতু নিচু এলাকা তাই সেখানে অল্প বৃষ্টিতেই জল জমছে। ফলে সেখানেই জন্মাচ্ছে ডেঙ্গুর লার্ভা। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানাচ্ছেন, 'এখন বৃষ্টি হচ্ছে খুব আর এখানে একটু বৃষ্টি হলেই তো জল জমে। তাতে ডেঙ্গুর মশা জন্মানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া করোনা আতঙ্ক তো রয়েছেই। কিন্তু এদিকে বাড়ি তৈরির কাজও চলছে না এখন।' ফলে সব দিক মিলিয়ে কবে সব কিছু স্বাভাবিক হবে সেই আশাতে তাকিয়েই বাসিন্দারা।
এদিকে এই বিষয়ে করোনা পরিস্থিতিকেই দায়ী করেছেন বিদায়ী ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের বিদায়ী মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। অতীনবাবু জানান, 'আমরা ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সচেতনতার প্রচার সহ একাধিক কাজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু লক ডাউন শুরু হয়ে যাওয়ায় অনেক কর্মী আটকে পড়েছেন। এদিকে নাগরিকরা তাঁদের নিজেদের বাড়িতেও পুর কর্মীদের ঢুকতে দিতে চাইছেন না। ফলে আমরা সেইভাবে কাজ করতে পারছিনা। এতে ডেঙ্গু নিয়েও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সমস্যা হচ্ছে। তবে সব কিছু স্বাভাবিক হওয়ার আশাতেই আছি'।

সোমবার থেকে আরও ৪০০ বাসের সুবিধা পাবে যাত্রীরা

কলকাতা, ১৪ জুন (হি. স.): আনলক ওয়ানে ইতিমধ্যেই যাত্রীদের সুবিধার্থে পথে নেমেছে সরকারি বাস। বহু টালবাহানার পর পথে নেমেছে বেসরকারি বাসও। তবে, বাস চললেও তা সংখ্যায় অত্যন্ত কম। ফলে নিত্যযাত্রীদের হয়রানি অব্যাহত। এই সমস্যা কিছুটা লাঘব করতে আগামীকাল সোমবার থেকে শহরে আরও ৪০০ টি বাস নামাচ্ছে রাজ্য। ৪০০টি বাস এর মধ্যে ২০০টি এসি পাবলিক বাস থাকবে। এবং বাকি ২০০টি নন এসি বাস থাকবে। বিষয়টি পরিবহন দফতরের সাথে কথা বলেই ঠিক করা হয়েছে। ২০০টি বাস শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চালানো হবে। হাওড়া স্টেশন-এসপ্ল্যানেড-বিবাদি বাগ- সেক্টর ফাইভের থেকে ওই বাস গুলি গড়িয়া, বেহালা, বারাসাত, ব্যারাকপুর প্রভৃতি জায়গায় যাবে।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে শোকের ছায়া ক্রীড়া জগতেও

কলকাতা, ১৪ জুন (হি স): মুহুর্তের মধ্যে যেন থমকে গিয়েছে বলিউড।সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে স্তম্ভিত সিনে জগত থেকে অনুরাগীরা।মাত্র ৩৪ বছর আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন অভিনেতা। রবিবার মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় নিজের ফ্ল্যাটে আত্মঘাতী হন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। অভিনেতার মৃত্যুর খবরে বলিউড-টলিউড থেকে শোকস্তব্ধ ক্রীড়াজগৎ ও।
সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর খবর পেয়ে ট্যুইট করে মহেন্দ্র সিং ধোনি লিখেছেন, "তুমি কেন এটা করলে। আত্মার শান্তি কামনা করি"।
বিরাট কোহলি লিখেছেন, "সুশান্ত সিং সম্পর্কে শুনে হতবাক। এটা মেনে নেওয়া খুব কঠিন। তাঁর আত্মার শান্তি কামন শান্তি কামনা করি। ঈশ্বর তাঁর পরিবার এবং বন্ধুদের সমস্ত শক্তি দান করুন"।
শচীন টেন্ডুলকার লিখেছেন, "প্রচণ্ড শকড হয়েছি এই অমূল্য জীবন শেষ হওয়ার সংবাদে। ওর মতো একজন তরুণ মেধাবী অভিনেতা।সুশান্তর পরিবার এবং বন্ধুদের জন্য আমার সমবেদনা। শান্তিতে ঘুমাও সুশান্ত"।
রবি শাস্ত্রীও লিখেছেন, "সুশান্ত সিং রাজপুতের মর্মান্তিক মৃত্যুতে আমি হতবাক।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

তারাপীঠ মন্দির এখনই খুলছে না

রামপুরহাট, ১৪ জুন (হি.স.) : রবিবারের বৈঠকে তারাপীঠ মন্দির না খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারামাতা সেবায়েত মন্দির কমিটি। আগামী ২০ জুন ফের বৈঠকে বসে মন্দির খোলার দিনক্ষণ স্থির করা হবে বলে জানানো হয় মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে।
করোনা ভাইরাসের গোষ্ঠী সংক্রমণ রুখতে লকডাউনের আগে ১৮ মার্চ পুন্যার্থীদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় তারাপীঠ মন্দির। তবে, নিত্য পুজো রীতি মেনে হয়ে আসছিল। লকডাউন কিছুটা শিথিল হওয়ার পর ১ জুন থেকে সমস্ত মন্দির খোলার অনুমতি দেয় সরকার। তারাপীঠ মন্দির কমিটি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয় তারা মন্দির খুলবে না। ঠিক হয় রবিবার বৈঠক করে মন্দির খোলার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। সেই মতো এদিন সভাপতি তারাময় মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়, মন্দিরের অধিকাংশ সেবাইতরা বৈঠকে বসেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় ১৭ জুন প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক রয়েছে। যে হারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তাতে ফের বড়সড় লকডাউন হতে পারে। তাই ওই দিনের বৈঠকের পরেই মন্দির খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। তারাময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "অধিকাংশ সেবাইতের মত রাজ্যে যে হারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তাতে ফের লকডাউন হতে পারে। তাই ১৭ জুন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হয় জেনে ফের ২০ জুন বৈঠকে বসব। তারপর মন্দির খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে"। মন্দিরের সেবাইত পুলক চট্টোপাধ্যায় বলেন, "তারাপীঠ মন্দিরে পুন্যার্থীদের একটা চাপ রয়েছে। অধিকাংশ পুন্যার্থী আসেন কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে। ওই সমস্ত এলাকায় এখন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ফলে সেই সমস্ত এলাকাতে থেকে কেউ মন্দিরে পুজো দিতে এলে এখানেও গোষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হয়ে যাবে। তাই আমরা এখনই মন্দির না খোলার মতামত দিয়েছিলাম। অধিকাংশ সেবাইতের একই মতামত ছিল। তাই ঠিক হয় মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর মন্দির খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে"।

খালে বাঁধ বেঁধে রাস্তার কাজ করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা আরামবাগে

হুগলি, ১৪জুন(হি.স.): হুগলির আরামবাগে খালে বাঁধ বেঁধে রাস্তার কাজ করাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা। অবিলম্বে খালের বাঁধ খুলে দিতে হবে,এই দাবি নিয়ে আরামবাগ থানার গড়বাড়ি এলাকায় স্থানীয়দের পথ অবরোধ। ঘটনাস্থলে আরামবাগ থানার পুলিশ।
জানা গেছে, আরামবাগ তারকেশ্বর রোডের গড়বাড়ি এলাকায় কালভার্টের মেরামতির কাজ চলছে। টানা কদিন বৃষ্টি হওয়ার ফলে খালে জল জমে যায়।পাশাপাশি খালের বাঁধ বন্ধ করে চলছিল কাজ। সেই বাঁধ বন্ধ থাকায় জল জমে গড়বাড়ি মালিক পাড়া এলাকায় বাড়িতে জল উঠে যায় আর এর ফলেই রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা তারকেশ্বর আরামবাগ রোডের গড়বাড়ি এলাকায় পথ অবরোধ করে। তাদের দাবি অবিলম্বে খালের বাঁধ খুলে দিতে হবে। যাতে জল নিকাশি সাভাবিক হয়।
এরপরে আরামবাগ থানার পুলিশঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এমনকি প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাঁধ খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধ তুলে নেয়।

হুগলিতে কৃত্তিম বাসা তৈরী করে পাখিদের ঘর ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ

হুগলি, ১৪জুন(হি.স.) : প্রচন্ড ঘূর্ণি ঝড়ে উড়ে গেছে পাখির বাসা, সেই পাখির বাসা ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগী হল শ্রীরামপুরের পাঁচ যুবক।
গত ২০ মে আমফান ঝড়ে বহু গাছ ভেঙে পরে অসংখ্য গাছের ডাল ভাঙে।যে গাছ,গাছের ডাল ছিল পাখিদের আশ্রয় নীর। শুধুমাত্র হুগলি জেলাতেই প্রায় সত্তর হাজার ছোটো বড় গাছ ভেঙেছে। পরিবেশের ক্ষতির পাশাপাশি ক্ষতি হয়েছে পক্ষিকুলের। তারা নিরাশ্রয় হয়েছে। মানুষের যা ঘর ভেঙে তা আবার তৈরী হবে। কিন্তু পাখিদের কি হবে?এই কথা ভেবে পাখিদের জন্য কৃত্তিম বাসা বাঁধার পরিকল্পনা করে শ্রীরামপুরের পাঁচ যুবক। মাটির কলসিতে খরকুটো ভরে একদিকে গোল করে কেটে সবুজ রঙ করে গাছে গাছে বসিয়ে দেওয়া শুরু করেন তারা। প্রথমে শ্রীরামপুর বল্লভপুরে গঙ্গার পারের কয়েকটি গাছে গোটা কুড়ি বাসা বাঁধার পর তারা দেখেন আরো অনেক পাখি আসছে। এবার আর অনেক বেশি করে বাসা তৈরী করে গোটা শ্রীরামপুর জুড়ে গাছে গাছে বেঁধে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মেই পাখিরা তাদের বাসা তৈরী করে নেবে ঠিক, তবে তাতে সময় লাগবে কিছুটা। আপাতত টুনটুনি, বুলবুলি, হাঁড়িচাচা,শালিকরা তাদের বাসা ফিরে পাবে কয়েকজন যুবকের এই উদ্যোগে সন্দেহ নেই।

বদরপুরে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয়ের লাশ, চাঞ্চল্য

বদরপুর (অসম), ১৪ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত রাজ্যের অন্যতম রেলশহর বদরপুরে রবিবার অজ্ঞাতপরিচয় বছর ৪৫-এর জনৈক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার হয়েছে। বদরপুর থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বদরপুর চৌমাথায় এই লাশ উদ্ধারে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে শহরে।
ব্যস্ততম শহরের ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের কালভার্টের নীচে উপুড় করা একটি লাশ দেখে প্রত্যক্ষদর্শী জনগণ সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী বদরপুর থানায় জানান। খবর পেয়ে লোক-লশকর নিয়ে আসে বদরপুর থানার পুলিশ। তাঁরা লাশটি উদ্ধার করেন। ব্যক্তিটির পরনে ছিল কালো রঙের টি শার্ট ও কলো রঙের ফুল প্যান্ট। মৃতদেহের কাপড়ে তাল্লাশি চালিয়ে কোনও পরিচয় উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। আনুমানিক ৪৫ বছরের ব্যক্তির দেহে কোনও ধরনের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পুলিশের অনুমান, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিটি নেশা করে রাতের অন্ধকারে নালায় পড়ে মারা গেছেন। বদরপুর পুলিশ লাশটি করিমগঞ্জ সরকারি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে ময়না তদন্তের জন্য।
এদিকে একাংশ জনতার বক্তব্য, বর্তমানে নৈশ কারফিউর সুযোগে দুষ্কৃতীরা হয়তো তাকে অন্য কোথাও খুন করে প্রমাণ বা লাশ গায়েব করতে এই কালভার্টটিকে বেছে নিয়েছে। তাই রাতের আঁধারে লাশটি এখানে ফেলে দিয়ে দুষ্কৃতীরা গা ঢাকা দিয়েছে।

শহরের বিভিন্ন এলাকায় কড়া নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১৪ জুন(হি স): দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে যেন শহরে রাজ করছে করোনা। করোনা আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে শহরবাসীর।বর্তমানে শহরবাসী লড়ছে এক অদৃশ্য ভাইরাসের সঙ্গে। তবে, এই সংক্রমণ এত তৎপর প্রশাসন। আর তাই রবিবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় কড়া নাকা চেকিং কলকাতা পুলিশের।
সময়ের সাথে সাথে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।তবে, সংক্রমণ এড়াতে গেলে বজায় রাখতে হবে দূরত্ব। যত সম্ভব কম বাড়ি থেকে কম বেরোতে হবে। আর তাই রাস্তার মোড় থেকে পাড়ার অলিগলি সর্বত্রই চলছে পুলিশি টহল। ক্রমাগত চলছে মাইকিং।পাশাপাশি কড়া ভাবে চলছে নাকা চেকিং। শহরের রাস্তায় প্রাইভেট কার থেকে বাইক কিংবা স্কুটি, প্রতিটিগাড়ি থামিয়ে নাকা চেকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

সিপাহীজলা

● **প্রথম পাতার পর**

মহাকুমা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কড়া নজর থাকবে এই কন্টেইমেন্ট জোনের উপর। কেউ যদি কন্টেইমেন্ট আইন উলঙ্ঘন করে তাহলে তার বিরুদ্ধে ১৮৮ এবং ৩৫৩ আইপিসি ধারায় মামলা হবে বলে জানান জেলাশাসক।
জেলাশাসক আরও জানান সিপাহী জলা জেলাতে মোট ১৮ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। ২১ টি সোয়াবটেস্ট সেন্টার রয়েছে। আশাকর্মীরা লালা রস গুলো সংগ্রহ করে সব টেস্ট সেন্টার নিয়ে যাবে। সিপাহীজলা জেলায় সর্বমোট আশা কর্মী রয়েছে ৯২৮ জন। তাদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে তিন মাস ভাতা দেওয়া হয় হবে। আশা কর্মীদের সর্বমোট ৩৭ লক্ষ টাকা ভাতা দেওয়া হয়েছে সিপাহীজলা জেলাতে। কোভিড কেয়ার সেন্টার হয়েছে লাল সিং মুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, যেখানে শয্যা সংখ্যা ৫০, সাগর মহলে ৬০ শয্যা, বিশ্রামগঞ্জ আই টি আই কলেজে ১০০ শয্যা, বিশ্রামগঞ্জ পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারে ১০০ শয্যা হবে বলে জানান জেলাশাসক।
কাঠালিয়া ব্লকের কালাপানি পঞ্চায়েত এলাকায় পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে যাওয়ার পর আগ্রাসী ভূমিকায় নেওয়ায় ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বলে জানান সিপাহীজলা জেলার এসপি কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী। এই কন্টেইমেন্ট জোন এলাকায় জরুরী পরিষেবা ছাড়া সবকিছু বন্ধ থাকবে। একমাত্র সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এবং মেলাঘর পৌরসভা এই কন্টেইমেন্ট জোনের বাইরে পড়েছে। কন্টেইমেন্ট জোন এলাকার বাজারগুলি নির্দিষ্ট একটা সময় করে দেওয়া হবে খোলার জন্য।১৪ জুন মধ্যরাত্রি থেকে তিনটি ব্লকে কনটেইনমেন্ট রুল প্রয়োগ হবে। অর্থাৎ ১৫ জুন ভোরবেলা থেকে কঠোরভাবে লাগু হবে তিনটি ব্লকে কনটেইনমেন্ট রুল। ১৪ দিন পর্যন্ত থাকবে এই কনটেইনমেন্ট রুল বলে জানান জেলাশাসক। এছাড়াও সাংবাদিকসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেনজেলার সিএমও রঞ্জন বিশ্বাস, এসডিএম এবং এসডিপিওরা।

রেলওয়ে

● **প্রথম পাতার পর**

মুপা ও মাইবাঙের মধ্যবর্তী ৫৭/০ এবং ৫৭/২ কিলোমিটার ধস-বিধ্বস্ত এলাকায় আগের জায়গা থেকে প্রায় ৩০ মিটার সরিয়ে ১৮০ মিটার এলাকা জুড় নতুন করে রেলওয়ে ট্র্যাক বসানো হচ্ছে। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রায় ৬০ থেকে ৭০ মিটার রেল লাইন বসানোর কাজ এখনও বাকি। মুপায় ধস বিধ্বস্ত এলাকায় কর্তব্যরত জনৈক রেলকর্মী জানিয়েছেন, কাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গতকাল রাতে ফের বৃষ্টি হওয়ার দরুন রেলওয়ে ট্র্যাক বসানোর জন্য যে মাটি ভরাট করা হয়েছিল সেই জায়গার মাটি আবার ধসে পড়ায় কাজ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। তবে সোমবারের মধ্যে ট্র্যাক লিঙ্কিঙের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন তিনি। কারণ সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আগরতলা থেকে আনন্দবিহারের উদ্দেশে রাজধানী এক্সপ্রেস রওয়ানা হবে বলে ইতিমধ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।
উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের সিনিয়র জনসংযোগ আধিকারিক নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ১৬ জুন থেকে পাহাড় লাইনে পুনরায় ট্রেন চলাচল শুরু হবে। তাই রেলের পক্ষ থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচলের জন্য সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য এ-ও বলেন, যদি আবহওয়া অনুকূলে থাকে মানে, আগামী দুদিন যদি বৃষ্টি না হয় তা হলে সোমবারের মধ্যে ট্র্যাক লিঙ্কিঙের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং ১৬ জুন থেকে লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তবে সব কিছুই নির্ভর করবে আবহওয়ার উপর, জানিয়েছেন নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য।
উল্লেখ্য, গত ১ জুন প্রচণ্ড বৃষ্টির জেরে মুপা ও মাইবাঙের মধ্যবর্তী ৫৭/০ এবং ৫৭/২ কিলোমিটার অংশে ধস নেমে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। বৃষ্টির দরুন পাহাড় থেকে নেমে আসা জলের স্রোত এবং মাটি ধসে প্রায় ৮০ মিটার এলাকা জুড়ে রেলওয়ে ট্র্যাকের নীচের মাটি ধুয়ে নিয়ে গেছে। পাশাপাশি ১৫০ মিটার এলাকা জুড়ে রেলওয়ে ট্র্যাক সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ফলে গত ১৪ দিন থেকে পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে।

মামলা

● **প্রথম পাতার পর**

বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেননি। রোগীর পরিবারের লোকজন কর্তব্যরত নিরাপত্তাকর্মীকে বোঝানোর চেষ্টা করেন তারা রোগিনীকে হাসপাতাল থেকে নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে চান। সেজন্য চিকিৎসক এবং নার্সের সঙ্গে তারা কথা বলতে চান কিন্তু নিরাপত্তাকর্মী তাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। এরই মধ্যে প্রসূতি বিভাগ থেকে ডাক পড়ে রোগীর পরিবারের একজনকে ভেতরে যাওয়ার জন্য।
সদ্যোজাত শিশু প্রসব হলেও সেটি মৃত বলে জানানো হয়। এই খবর জানার পরই মাথায় বাজ পড়ার উপক্রম রোগীর পরিবারের লোকজনদের। চিকিৎসক ও নার্সদের গাফিলতিতেই সদ্যজাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে তারা অভিযোগ করেন। এ ব্যাপারে পশ্চিম থানায় নার্স এবং চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সন্ধান

● **প্রথম পাতার পর**

কোভিড১৯ রোগ নিয়ে আতঙ্কের মধ্যেই স্বস্তির খবর পাওয়া গেল ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে। ভগৎ সিং কোভিড কেয়ার সেন্টারে রবিবার ১১৮ জন রোগীর নমুনা পরীক্ষা হয়। তাদের প্রত্যেকেরই রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। তারা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। খুব শীঘ্রই তারা চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে ছাড়া পেতে পারেন বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। প্রসঙ্গত রাজ্যে প্রতিদিন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত কোভিড১৯ রোগী পাওয়া যাচ্ছে। ইতি মধ্যেই রোগীর সংখ্যা এক হাজারের উপরে ছাপিয়ে গেছে। ক্রমবর্ধমান রোগ নিয়ে আতঙ্কিত রয়েছেন রাজ্যবাসী। ঠিক এই সময়ে শতাধিক রোগী সুস্থ হওয়ার খবরে জনমনে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে।

সামগ্রী

● **প্রথম পাতার পর**

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঐ সব এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ না করলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। ঐ এলাকায় ম্যালেরিয়া কিংবা অন্য কোনো রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠবে বলে ধাবণা করা হচ্ছে।

মন্ডল

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। পার্টির দক্ষিণ জেলাার সংখ্যালঘু মোর্চার কার্যকর্তা রহিম মিঞাকেও একই অভিযোগে বহিস্কার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযাগের ভিত্তিতে উভয়কেই কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তারা কেউই তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি।
অন্যদিকে, পার্টি রাজ্য কমিটির সদস্য তথা কৈলাসহর পুর পরিষদের সহসভাধিপতি নিতিশ দের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ পার্টির প্রদেশ নেতৃত্বের কাছে জমা পড়েছে। এর উপর ভিত্তি করে রবিবার সমস্ত অভিযোগগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়ে পার্টির রাজ্য সভাপতি নিতিশ দেকে সাত দিনের সময় দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছেন। অনুরূপভাবে সুরমা মন্ডলের কার্য্যালয় সম্পাদক ননী গোপাল করের বিরুদ্ধেও দলীয় সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ উঠেছে। তাকেও সাত দিনের সময় দিয়ে রবিবার কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য লিখিতভাবে তারা তাদের উপযুক্ত জবাব প্রদেশ কর্য্যালয়ে না পাঠালে তাদের বিরুদ্ধে পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও বিজেপির প্রেস রিলিজে উল্লেখ করা হয়েছে।

জঙ্গলমহল অনেক সহ্য করেছে আর করবে না : ভারতী ঘোষ

ঝাড়গ্রাম, ১৪ জুন (হি. স.): প্রাক্তন মাওবাদী নামিয়ে মিটিং করে মানুষকে ভয় দেখাবেন না। এই জঙ্গলমহল কিন্তু অনেক সহ্য করেছে। আর কিন্তু সহ্য করবে না। রবিবার ঝাড়গ্রাম বিজেপির পার্টি অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা বলেন রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি ভারতী ঘোষ।

কংগ্রেসের উদ্দ্যোগে সাঁচীরামবাড়ী বাজারে গরিব লোকজনদেরমধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ জুন।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ী সাঁচীরাম বাড়ী বাজারে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গরিব লোকজনদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করাহয়। আজকের এই খাদ্য সামগ্রী বিতরন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রের সভাপতি পীযুশ কান্তি বিশ্বাস, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের যুব সভাপতি পূজন বিশ্বাস, প্রাক্তন মন্ত্রী লক্ষী নাগ, ডিস্ট্রিক মহিলা প্রেসিডেন্ট দেবজানী লস্কর, যুব কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী অর্নিকা সাহা, এন এস ইউ আই এর জেনারেল সেক্রেটারী শ্রেয়শী লস্কর, যুব কংগ্রেসের জী এস অমিত কুমার সাহা, জোলাইবাড়ী ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বিপ্লব বৈদ্য ও অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ। আজকের এই খাদ্য সামগ্রী বিতরনি অনুষ্ঠানে সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজের তিব্র সমালোচনা করেন ও আগামীদিনে কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা জানান। তার পাশাপাশি তিনি জানানা আগামী দিনে আন্দোলনের মধ্যদিয়ে রাজ্য সরকারকে স্তব্ধকরে দেওয়াহবে।

হরিপুর বারকার্ড রাস্তার বেহাল দশা, সংস্কারের নামে তালবাহানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। হরিপুর বারকার্ড রাস্তার বেহাল দশা, সংস্কারের নামে তালবাহানা। গন্ডাছড়া মহকুমার প্রাণ কেন্দ্রের অবস্থিত এই রাস্তাটি দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীদের।
গ্রামবাসীরা জানান এই রাস্তা ধরে প্রতিদিন শত শত যানবাহন যাতায়াত করে। রাস্তার বেহাল দশার দরুন প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে। তবু প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই।
এলাকার মহিলারা জানান গত তিন বছর আগে বিজেপি দলের কর্মীরা বেহাল রাস্তার দান চারা লাগিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর তাদেরও একই অবস্থা। বর্তমানে এলাকার মানুষ রাস্তা সংস্কারের জন্য পঞ্চায়েতে গেলে বলে দিচ্ছে রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের আবার পূর্ত দপ্তরে গেলে তারা বলে এটি পঞ্চায়েতের রাস্তা। এই ভাবে এক দপ্তর অন্য দপ্তরের উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে। আর তার কেশারত ভোগ করতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের।

করাপশন কন্টোল অরগানাইজেশনের উদ্যোগে করোনা সচেতনতা কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ জুন।। করাপশন কন্টোল অরগানাইজেশন গোমতী জেলা কমিটির উদ্যোগে এই মহামারীর সময় উদয়পুর শহরের রাজারবাগ, রমেশ চৌমুহনী, জামতলা, পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড, ব্রম্মা বাড়ি, মাতারবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় মুকাভিনয় মাধ্যমে সচেতন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্যোগ গোমতী জেলায় প্রথমবারের মতো কেউ গ্রহণ করে বলে জানা যায়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করাপশন কন্টোল অরগানাইজেশন গোমতী জেলা সভাপতি বিপদ বরণ দাস জেনারেল সেক্রেটারি পলাশ চন্দ্র শীল কোষাধক্ষ্য রঞ্জিত দাস সহ সংস্থার বিভিন্ন সদস্য সদস্যারা।।এই উদ্যোগকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।আগামী দিন ও সংস্থা এরকম ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলে জানায়।

রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ মুঙ্গিয়াকামী ব্লকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুন।। প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় জনজাতি অংশের মানুষদের জন্য রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলল ব্লক চেয়ারম্যান। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের নুনাছড়া এডিসি ভেলিজে। সংবাদে জানা যায় প্রায় ১৩ কোটি টাকা ঘটানোর অভিযোগ উঠে এলো রাস্তা নির্মাণের। নোনাছাড়া এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল যাতায়াতের বব্যবস্থা উন্নত করার। সে মোতাবেক পূর্ত দপ্তর এর ব্যবস্থাপনায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা এর মাধ্যমে প্রায় ১৩ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দে দুটি রাস্তা নির্মাণ কাজে হাত দেই ঠিকাদার সংস্থা। নুনাছড়া এডিসি ভেলিজের প্রজা বাহাদুর মলসম পাড়া থেকে গঙ্গানগর এডিসি ভেলিজের নবজয় পাড়া পর্যন্ত ১৩ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দকৃত অর্থে নির্মাণ কাজে হাত দেয় ঠকাদার সংস্থা। মাটিকাটা থেকে শুরু করে ইটের মটেলিং সবকিছুই চলছে নিম্নমানের। এদিকে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা অভিযোগ করে জানান কাজের শুরু থেকে নিম্ন মানের কাজ করে চলেছেন ঠিকাদার সংস্থা। যে ইট দিয়ে মিটেলিং চলছে সেই ইট গুলো খুবই নিম্নমানের। এমন ইটের মেটেলিং করার কয়েকদিনের মধ্যেই ধুলো হয়ে যায়। বারবার তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে নিম্নমানের কাজ করার অভিযোগ তুললেও ঠিকাদার সংস্থার সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

রক্তাক্ত

● **প্রথম পাতার পর**

দেয়নি সংশ্লিষ্ট দপ্তর। কিন্তু শেষে রক্তদাতাদের উৎসাহে কর্মসূচিটি অন্য জায়গায় সংগঠিত হয়েছে।
এদিকে আজ বিলোনিয়ায় অত্যন্ত বেপরয়োভাবে রক্তদান শিবিরে আক্রমণ চালায় শাসক দলের নেতৃত্ব কর্মীরা। সকাল ৯টা থেকে রক্তদান শিবির কেন্দ্রের চারদিকের রাস্তা আটক করে হিংস্র আক্রমণ শুরু করে। তাদের হিংস্র আক্রমণে একজন মহিলা সহ ৫জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ২জনকে গমেতি জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। তাছাড়া রক্ত সংগ্রহ করতে আসা গাড়িটিকে পর্যন্তও কর্মসূচির স্থানে আসতে দেওয়া হয়নি।
এই ধরনের হিংস্র ও বর্বরোচিত আক্রমণের পরও সম্পূর্ণ নীরব রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। রামনগরে রক্তদান শিবিরে আক্রমণের ঘটনার পর রাজ্য বিজেপি সভাপতি এক মহিলার শ্লীলতাহানীর চূড়ান্ত মিথ্যা অভিযোগে তুলে এনে তিনি পরোক্ষে ভাবে আক্রমণের ঘটনার সমর্থন জানিয়েছেন। আজকে বিলোনিয়ায় রক্তদান শিবিরে আক্রমণ ও অভয়নগরে রক্তদান শিবির কেন্দ্রে দলীয় পতাকা লাগানোর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে - রক্তদান শিবিরে আক্রমণ বিজেপি'র দলীয় সিদ্ধান্ত। যার ফলে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার এই প্রশ্নে নিশ্চুপ ভূমিকা গ্রহন করে আক্রমণকারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। যা অমানবিকতার চূড়ান্ত পর্যায়।

মধ্য প্রদেশে

আটের পাতার পর

স্থানান্তর করা হয়। পরে লালারসের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তার করোনা হয়েছে। এছাড়াও তার হৃদযন্ত্র অসুস্থতা এবং নিমুনিয়া ছিল। পরিবারের সদস্যদের থেকেই তার শরীরে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে যায়। তাকে বাঁচানোর সমস্ত রকমের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সব বিফল। শনিবার রাতের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
উল্লেখ করা যেতে পারে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের অবস্থা করোনায় খুবই খারাপ। আক্রান্তের সংখ্যা সেখানে ছাড়িয়ে গিয়েছে ৪০০০ বেশি। নিহত ১৭০।

৫১৮ জন

পাচের পাতার পর

৮১হাজার ৯৩০জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ১লাখ ৫৭হাজার ৯২৩জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ১লাখ ১৯হাজার ৬২৭জনের। এদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ১০ হাজার ৩১৮ টি ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টিন বানানো হয়েছে। যেখানে রয়েছেন, ৯৪হাজার ৫১৯জন। এখান থেকে ছাড়া পেয়েছেন ১ লাখ ৪৬ হাজার ৯৬৫জন।

অঙ্গন

ভারতীয় ছাত্রের মানবিকতায় মুগ্ধ ওয়ার্নার-গিলি

করোনার এই দুর্দিনে আপনজনের বিপদেও এগিয়ে আসছেন না অনেকে। অথচ অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে পড়ুয়া ভারতীয় ছাত্র শ্রেয়াস শ্রেষ্ঠর মানবিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। বেঙ্গালুরুর যুবক শ্রেয়াস কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক করছেন কুইন্সল্যান্ডে। লকডাউনের সময়ে নিজের উদ্যোগে খাবার প্যাকেট করে পৌঁছে দিচ্ছেন প্রতিবেশী ছাত্রদের বাড়িতে।

শ্রেয়াসের এমন উদ্যোগের সাধুবাদ জানিয়ে ওয়ার্নার এক ভিডিও টুইটে বলেন, 'শুভ দিন। নমস্তে। কোভিড-১৯—এর এমন দুর্যোগে শ্রেয়াস শ্রেষ্ঠর নিঃস্বার্থমূলক এই উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানাই। শ্রেয়াস কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ছে। ও যে কাজ করছে, সেটার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি নিশ্চিত, ওর এমন কাজের জন্য ওর মা---বাবাও অনেক গর্বিত। শুধু তা—ই নয়, পুরো ভারতবাসী তোমার জন্য গর্বিত। এই মহৎ কাজ চালিয়ে যাও। কারণ, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।'

শুধু শ্রেয়াস নন, সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী আরেক ভারতীয় শ্যারন ভারগেজের মহৎ কাজের প্রশংসা করেছেন সাবেক অসি উইকেটরক্ষক অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। শ্যারন ভারগেস করোনার সময়ে বয়স্ক মানুষদের যত্ন নিচ্ছেন। শ্যারনের এই কাজ দেখে গিলক্রিস্ট বলেন, 'শ্যারন, আমি তোমার নিঃস্বার্থ কাজের জন্য অভিনন্দন জানাই। পুরো অস্ট্রেলিয়া, পুরো ভারতই তোমার কাজের জন্য গর্বিত। নিশ্চয় তোমার পরিবারের সবাই তোমার জন্য গর্বিত। তুমি এটা চালিয়ে যাও। আমরা সবাই তোমার সঙ্গে আছি।'

হিগুয়াইনদের ফাইনালেও 'পাবে না' ইউভেন্তুস

ইতালিয়ান কাপে সেমি-ফাইনালের পর ফাইনালেও পূর্ণ শক্তির দল না পাওয়ার শঙ্কায় ইউভেন্তুস। নাপোলির বিপক্ষে শিরোপা লড়াইয়ের আগে গনসালো হিগুয়াইন, অ্যারন র‍্যামজি ও জর্জো কিয়েল্লিনির সেরে ওঠার তেমন সম্ভাবনা নেই বলে জানা গেছে।

তুরিনে গত শুক্রবার এসি মিলানের বিপক্ষে শেষ চারের ফিরতি লেগেও এই তিন জনকে ছাড়া খেলেছে ইউভেন্তুস। ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হলে প্রথম লেগে অ্যাওয়ে গোলে এগিয়ে থেকে ফাইনালে ওঠে টানা আটবারের সেরি আ চ্যাম্পিয়নরা।ইতালির কয়েকটি গণমাধ্যমের খবর, আগামী ১৭ জুন রোমের ফাইনালে নাপোলির বিপক্ষে খেলতে প্রস্তুত নন ইউভেন্তুসের ফরোয়ার্ড হিগুয়াইন, মিডফিল্ডার র‍্যামজি ও ডিফেন্ডার কিয়েল্লিনি।

গত ৪ জুন অনুশীলনের সময় পায়ের মাংশপেশিতে চোট পান হিগুয়াইন। তার সম্ভাবনা ছিল ফেরার, কিন্তু এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড। ওয়েলসের ফুটবলার র‍্যামজির চোটের ধরণ নিয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি।

আর হাঁটুর চোটে গত সেপ্টেম্বর থেকে মাঠের বাইরে আছেন কিয়েল্লিনি। করোনাভাইরাসে খেলা বন্ধ থাকায় চলতি লিগ মৌসুমে তার ফেরার সম্ভাবনা জেগেছিল। তবে ইতালিয়ান অভিজ্ঞ এই ফুটবলারকে নিয়ে এখনও শঙ্কা কাটেনি।

পিএসজি ছাড়ছেন কাভানি, সিলভা

গুঞ্জন ছিল আগে থেকেই। সেটাই এবার সত্যি হলো। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মৌসুম শেষ হলে পিএসজি ছেড়ে যাবেন ক্লাবটির হয়ে সর্বোচ্চ গোল করা এদিনসন কাভানি ও দলটির বর্তমান অধিনায়ক চিয়াগো সিলভা।দুজনেরই ক্লাবের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ চলতি জুন পর্যন্ত। মেয়াদ বাড়ানো হবে না বলে জানিয়েছেন ক্লাবটির স্পোর্টিং ডিরেক্টর লিওনার্দো আরাউজো, একটি ফরাসি সাপ্তাহিকের বরাত দিয়ে রোববার খবরটি দিয়েছে রয়টার্স।করোনাভাইরাসের কারণে ফ্রান্সে বাতিল করা হয়েছে ২০১৯-২০ ফুটবল মৌসুম। লিগ ওয়ানে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়েছে কাভানি-সিলভাদের দলকে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ আবার শুরুর চেষ্টা চলছে। ইউরোপিয়ান সর্বোচ্চ ক্লাব প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠেছে পিএসজি।

প্রতিযোগিতাটিতে নিজেদের খেলা শেষে ক্লাব ছাড়বেন কাভানি ও সিলভা।

২০১৩ সালে নাপোলি থেকে পিএসজিতে যোগ দেওয়া উরুগুয়ের স্ট্রাইকার কাভানি সব প্রতিযোগিতা মিলে প্যারিসের দলটির হয়ে করেছেন ২০০ গোল, খেলেছেন তিনশ'র বেশি ম্যাচ। জিতেছেন ছয়টি লিগসহ ঘরোয়া অনেক শিরোপা। এসি মিলান থেকে ২০১২ সালে পিএসজিতে নাম খেলান ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার সিলভা

বার্সেলোনার খেলায় 'সন্তুষ্ট' কোচ

দীর্ঘ বিরতি, স্বাভাবিক অনুশীলনের ঘাটতি, দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে খেলা-এমন নানা কারণে খেলোয়াড়দের মাঠের পারফরম্যান্স কেমন হবে, তা নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল। তবে লা লিগায় নতুন শুরুর ম্যাচে দলের পারফরম্যান্সে 'বেশ সন্তুষ্ট' বার্সেলোনার কোচ কিকে সেতিয়েন।ম্যাচে তার কাছে সবচেয়ে ভালোলাগার বিষয়টি ছিল লুইস সুয়ারেসের ফেরা। জানুয়ারিতে হাঁটুর অস্ত্রোপচার করানোয় এ মৌসুমে তার খেলার বাস্তবিক কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবে করোনাভাইরাসে বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপটে সেরে উঠে এই ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরলেন উরুগুয়ের স্ট্রাইকার।প্রায় তিন মাসের অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর ফেরার ম্যাচে শনিবার রিয়াল মায়োর্কাকে তাদেরই মাঠে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেয় বার্সেলোনা। দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে হওয়া ম্যাচের শুরুতেই দলকে এগিয়ে নেন আর্তুরো ভিদাল। মার্টিন ব্রাথওয়েট ও জর্দি আলবাকে দিয়ে গোল করানোর পর ম্যাচের যোগ করা সময়ে স্কোরকার্ডে নাম লেখান লিওনেল মেসি।এই জয়ে এক ম্যাচ কম খেলা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে তালিকার শীর্ষে থাকা বার্সেলোনা। লম্বা বিরতির পর খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স কেমন হয়, তা ছিল দেখার বিষয়। দলের অনেকে বলেছিলেন, দর্শকশূন্য মাঠে খেলা হবে 'অদ্ভুত'। কিছুটা ছন্দপতন ছিল বটে, তবে সার্বিক বিবেচনায় খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্টির কথা ম্যাচ শেষে জানান সেতিয়েন।

"অনুভূতিটা দারুণ। সবসময় উন্নতি করার মতো কিছু বিষয় থাকে; তবে আমরা যেমন খেলেছি, তাতে আমি সন্তুষ্ট। অনেক দিন পর ম্যাচ খেলায় কিছু ছন্দপতন চোখে পড়তে পারে অনেকের। তবে আমি মনে করি, এটা ভালো শুরু।"দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে আঁতোয়ান গ্রিজমানের বদলি হিসেবে সুয়ারেসকে নামান কোচ। পরীক্ষিত স্ট্রাইকারকে মাঠে ফিরতে দেখাই ছিল ম্যাচে সেতিয়েনের সবচেয়ে ভালোলাগার বিষয়।"লুইস সুয়ারেসকে মাঠে দেখতে পাওয়াটা ছিল দারুণ ভালোলাগার ব্যাপারসে সবকিছু করেছে, ভালোভাবে করেছে। সামনে সে কেমন উন্নতি করছে, আমরা দেখব। তবে ফেরার ম্যাচে সে দারুণ খেলেছে।" আগামী মঙ্গলবার কাম্প নউয়ে লেগানেসের মুখোমুখি হবে ২৮ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা বার্সেলোনা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মনশেনগ্লাডবাখকে হারিয়ে শিরোপার খুব কাছে বায়ার্ন

হাস্যকর ভুলে গোল হজম করলেন বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখ গোলরক্ষক। বায়ার্ন মিউনিখের বাঁজামাঁ পাভার্দের আত্মঘাতী গোলে ফিরল সমতা। শেষ পর্যন্ত লেয়ন গোরেটস্কার গোলে জয় তুলে নিল বুন্ডেসলিগার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। পৌঁছে গেল লিগ শিরোপা ধরে রাখার খুব কাছে।করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে লম্বা সময় স্থগিত থাকা বুন্ডেসলিগা পুনরায় শুরুর পর জয়ের ধারা ধরে রেখেছে দলটি। নিজেদের মাঠ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় শনিবার ২-১ গোলে জেতা বায়ার্ন ৩১ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করেছে।নতুন শুরুর পর বুন্ডেসলিগায় এটি বায়ার্নের টানা ষষ্ঠ এবং সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সপ্তম জয়। শেষ তিন ম্যাচে আর একটি জয় পেলে অন্য কোনো হিসেব ছাড়াই টানা অষ্টমবারের মতো লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘরে তুলবে জার্মানির সফলতম ক্লাবটি।দুইয়ে থাকা বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের পয়েন্ট ৬৬। কার্ডের কারণে আক্রমণভাগের দুই সেরা খেলোয়াড় রবের্ত লেভানদোভস্কি ও টমাস মুলারকে না পেলেও শুরু থেকে প্রতিপক্ষের রক্ষণে চাপ দিতে থাকে বায়ার্ন। পাল্টা জবাব দিচ্ছিল মনশেনগ্লাডবাখও। ষোড়শ মিনিটে মনশেনগ্লাডবাখের ইউনাস হোফমান জালে বল জড়ালেও ভিএআর দেখে গোল দেননি রেফারি। ২২তম মিনিটে বায়ার্নের লুকা এরনঁদেজের শট ঝাঁপিয়ে পড়ে ফেরান মনশেনগ্লাডবাখ গোলরক্ষক। চার মিনিট পর গোলরক্ষকের হাস্যকর ভুলেই এগিয়ে যায় বায়ার্ন।

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

রবিবার ৯ বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত সাংগঠনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত আত্মঘাতি, শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

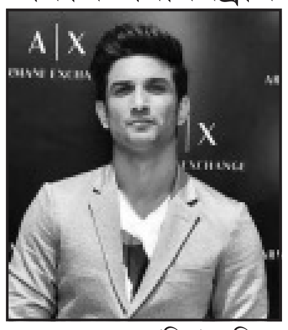

কলকাতা, ১৪ জুন (হি স): রবিবার সকালে যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে সিনে দুনিয়ায়। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত।মাত্র ৩৪ বছর বয়সে মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় নিজের ফ্ল্যাটে আত্মঘাতী হলেন অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। অভিনেতার মৃত্যুতে টুইট করে শোক বার্তা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ”সুশান্ত সিং রাজপুত, এত উজ্জ্বল একজন কমবয়সী অভিনেতা বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেল। টিভি এবং সিনেমায় নাম করেছিল। বিনোদনের জগতে ওঁর উত্থান অনেকের জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়, পর্দায় অনেক মনে রাখার মতো কাজ ও রেখে গিয়েছে। ওর চলে যাওয়ায় আমি স্তম্ভিত। ওর পরিবার ও অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি”।

রবিবার মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকায় নিজের ফ্ল্যাটে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় উদ্ধার হয় অভিনেতার ঝুলন্ত দেহ।ফোন করে পুলিশকে জানায় বাড়ির পরিচারক। ২০১৩ সালে সুশান্ত সিং রাজপুত অভিষেক কাপুরের ”কোই পো চে ” চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। এরপর একের পর এক ভালো সিনেমা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন অভিনেতা। ধোনির বায়োপিকে অভিনয় করে দর্শকদের মনে অন্যতম জায়গা করে নিয়েছিলেন অভিনেতা। রাবতা, ছিছোরে, কেদারনাথ সহ সিনেমাতে অভিনয় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সুশান্ত সিং রাজপুত।কিন্তু হঠাৎই এদিন আত্মঘাতী হলেন অভিনেতা। তবে কেন সেই প্রশ্নের উত্তর এখন অধরা। জানা যাচ্ছে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অভিনেতা। চলছিল চিকিৎসা ও।প্রাথমিক তদন্তে, ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে অভিনেতার মেডিক্যাল রিপোর্ট ।

সরকারি সুযোগ সুবিধাথেকে বঞ্চীত পতিছড়ী এডিসি ভিলেজে কোয়ারেন্ট সেন্টারে থাকা লোকজনেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ জুন।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত পতিছড়ী উত্তর তৈকর্ম দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ে স্থাপন করাহয়েছে কোয়ারেন্ট সেন্টার। জানাযায় বিশালগড়ের বাসিন্দা দিল্লী থেকে এসে শান্তির বাজার মহকুমার পতিছড়ী এলাকায় শশুর বাড়ীতে আসে। সেখানে তাদের পরিবারের তিনজনকে রাখারজন্য আলাদাকরে ব্যাবস্থা করাহয়েছে। তা স্বতেও প্রসাশনিক লোক ও স্বাস্থ্য দপ্তরের লোকজনদের চাপে তিনজনকে উত্তর তৈকর্ম দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের কোয়ারেন্ট সেন্টারে নিয়ে আসাহয়। কোয়ারেন্ট সেন্টারের লোকজনদের অভিযোগ কোনোপ্রকার পরিকাঠামো ছারাই বিদ্যালয়ে কোয়ারেন্ট সেন্টার স্থাপন করাহয়েছে। উনাদের রাত্রিবেলায় ফ্লোলের মধ্যেই ঘুমাতেহয়। সেখানে খাবারের জলের কোনো প্রকার ব্যাবস্থা নেই। রাত্রি বেলা মশার উপদ্রবে অতিষ্ট হয়েউঠেছে উনারা। কোয়ারেন্ট সেন্টারে থাকা লোকজনদের দাবী মশার কামড়ে উনারা আরো অসুস্থ হয়ে পরছেন। অপরদিকে উনাদে অভিযোগ প্রসাশনিক লোকজনেরা তাদের তিন জন কে কোয়ারেন্ট সেন্টারে এনেদিয়েই দায়িত্ব খালাস। তারা কিভাবে চলছে বা কি খাওয়া দাওয়া করছে তার খবর পর্যন্ত নেওয়ার মতো লোকজননেই। উনারা জানান আজ সকাল থেকেই দুপুর পর্যন্ত উনাদের পেটে খাবার পরেনি। শশুর বাড়ী থেকে যতক্ষন না খাবার পৌঁছে দেয় ততক্ষন উনাদের এইভাবে খালিপেটে থাকতেহয়। এছারা উনাদের একটি ছোট শিশু রয়েছে। তারা এই শিশুটিকে সঠিকভাবে খাবার দিতে পাচ্ছেনা। এই নিয়ে স্থানীয় প্রতিনিধি থেকে প্রসাশনিক স্তরের লোকজনদের ফোন করেও কোনোপ্রকার সৎউত্তর পাননি তারা। অবশেষে স্থানীয় লোকজনদের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমের দারস্ত হন তারা। অপরদিকে স্থানীয় চেয়ারম্যান এলাকার লোকজনদের পরামর্শ ছারাই এই বিদ্যালয়ে কোয়ারেন্ট সেন্টার স্থাপন করাতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর অভিমত এই বিদ্যালয়টি জনবহুল এলাকার মধ্যে রয়েছে। তাই কোয়ারেন্ট সেন্টারটি স্থানান্তরিত করে লাসীকেম্প এর দিক নিয়ে যাওয়াহোক। এলাকার একজন বয়ষ্ক ব্যক্তি চেয়ারম্যানের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধহয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে একরাশ ক্ষোভ উবরেদেন। অবশেষে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে চেয়ারম্যান কৃষ্ণ কুমার দের্বমার বাড়ী ঘেরাও করে। লোকজনের উপস্থিতির কথা জানতে পেরে চেয়ারম্যান বাড়ীথেকে পালিয়েযায়। জানাযায় এই কোয়ারেন্ট সেন্টার স্থানান্তরের জন্য এলাকাবাসী বগাফা ব্লকের বিডিও এর নিকট গন সাক্ষরের মাধ্যমে এক ডেপুটেশন প্রদান করবেন। এই দিকে কোয়ারেন্টে থাকা লোকজনদের এইভাবে কষ্টের মধ্যে থাকার জন্য প্রসাশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন দেখাদিচ্ছে।

এনআইটি আগরতলা ভারতের শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটগুলির মধ্যে ৭৫তম স্থান অর্জন করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। এনআইটি আগরতলা ভারতের শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটগুলির মধ্যে ৭৫তম স্থান অর্জন করেছে। ১১ই জুন ভারত সরকারের এইচআরডি মন্ত্রী শ্রী রমেশ পোকারিয়াল নিশঙ্ক এই ঘোষণা করেছেন।ভৌগলিক বিচ্ছিন্নতা, স্বল্প সংস্থান এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এনআইটি আগরতলা গবেষণা, পেশাদার অনুশীলন, আউটরিচ, ইনক্লুসিভিটি এবং পার্সেপশন বিভাগগুলিতে খুব ভাল স্কোর করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এনআইটি আগরতলা গত তিন বছর ধরে দেশের শীর্ষ ১০০টি প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে আছে। এনআইটি আগরতলা একাডেমিক, গবেষণা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের পথে রয়েছে। ইসরো দ্বারা প্রদত্ত প্রথমবারের মতো ইনকিউবেশন সেন্টারটি এনআইটি আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৭ টি স্পেস ম্যাটার্স ইসরোয়ের আর্থিক সহায়তায় সক্রিয়ভাবে চলছে। এনআইটি আগরতলার বি'টেক শিক্ষার্থীরা এখন কোনও গেইট পরীক্ষার মুখোমুখি না হয়ে সরাসরি আইআইটি মাদ্রাজ, আইআইটি গুয়াহাটি এবং আইআইটি দিল্লিতে পিএইচডি প্রোগ্রামে প্রবেশ করতে পারবেন। এনআইটি আগরতলার অনুষদ সদস্যরা এমইওউর মাধ্যমে সম্পূর্ণ বেতনের সাথে আইআইটি মাদ্রাজে তাদের পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ করতে পারেন। একটি সরকারী সূত্রে জানা গেছে, এনআইটি আগরতলা ত্রিপুরা রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন প্রকল্প এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান সহায়তা প্রদান করে এবং ত্রিপুরার জনগণের সুবিধার্থে ভবিষ্যতে আরও সহায়তা করার বিষয়ে বিশ্বাস করে।

নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ১৯৯৩ ব্যাচের প্রাক্তনীদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ১৯৯৩ ব্যাচের প্রাক্তনীরা সমাজ সেবার অনন্য নজির স্থাপন করলেন। তারা সম্মলিত ভাবে আপনা ঘর আবাসিক এবং আমতলীস্থিত নবপ্রান্তিকে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী এবং ২০ হাজার টাকা করে নগদ অর্থাৎ মোট ৪০ হাজার টাকা প্রদান করেছেন। নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের প্রাক্তনীরা জানান, করোনা সংক্রমণ জনিত কারণে লকডাউন ঘোষণার পর এই নিয়ে তৃতীয় বার তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। ভবিষ্যতেও এই ধরনের সেবা মূলক কাজ কর্মে তারা এগিয়ে আসবেন বলে অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন। অন্যান্যদেরকেও এই ধরনের সামাজিক কাজে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রাক্তনীরা।

খয়েরপুরের বাসিন্দা প্রয়াত নাগেন্দ্র দেবনাথের স্মরণে সুভাষ দেবনাথ এবং তার পরিবারের সদস্যরা বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, সদর (পল্লী) জেলা সভাপতি আশিত রায় এবং অন্যান্য জেলা ও মন্ডলের উপস্থিতিতে ৫-খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের আড়াইশো দুস্থ পরিবারের মধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিতরণ করেছেন। ছবি- নিজস্ব।

করোনায় ভারতে একদিনে আক্রান্ত ১১৯২৯

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি. স.): ভারতজুড়ে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত ১১৯২৯।নিহত৩১১।রবিবার সকাল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে এই চাঞ্চল্যকর পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে।গোটা দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২০৯২২। মৃতের সংখ্যা ৯১৯৫।এরমধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৪৯৩৪৯ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ১৬২৩৭৯। করোনায় সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। তার পরেই রয়েছে দিল্লি। রবিবার দিল্লির পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার রাতে করোনা মোকাবিলায় যাবতীয় পদক্ষেপ খতিয়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রাজস্থানে নতুন করে করোনা য় আক্রান্ত ১৩৩

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি. স.): কংগ্রেস শাসিত রাজ্য মরুরাজ্য রাজস্থানে লাফিয়ে বাড়ছে করোনায় সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় এখানে নতুন করে করে মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে ১৩১। মৃত্যু হয় চার জনের। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৫৩২। নিহত ২৮৬। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে সবথেকে বেশি ঢলপুরে। সেখানে আক্রান্ত ৪০। এর পরেই রয়েছে ভারতপুর। সেখানে আক্রান্ত হয়েছে ৩৪।আলওয়ারে ১৫, জাজপুরে ১২, বিকানিরে ৯, নাগৌরে পাঁচ, ধাওসা ৩, সোয়াই মাধোপুর ৩, উদয়পুর ২। কোটা, কারাউলি এবং চিত্তরগড় এ একজন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরে তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভিন রাজ্য থেকে আসা আরো চার জনের শরীরে করোনা মিলেছে। রাজস্থানের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২৮১৫। এখনো পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ৯০৫৯।

ওডিশায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৮৬ বেশি মানুষ

ভুবনেশ্বর, ১৪ জুন (হি. স.): ওডিশায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৮৬ র বেশি মানুষ। ফলে সব মিলিয়ে উপকূলবর্তী এই রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯০৯ বলে জানা গিয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে তরফ থেকে। উল্লেখ করা যেতে পারে ওডিশা সহ গোটা ভারতে করোনা তার মারণ খেলা দেখিয়ে চলেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা দেশে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১১৯২৯। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২০৯২২। ওই সময়ের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ৩১১। ফলে ভারতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১৯৫। ওডিশায় করোনায় সবথেকে খারাপ অবস্থা কটকে।তালিকায় এর পরেই রয়েছে গঞ্জম।

১০১ বছর বয়সে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত মধ্য প্রদেশে

ভোপাল, ১৪ জুন (হি. স.): মধ্যপ্রদেশের ১০১ বছর বয়সে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এক প্রৌঢ়ের মৃত্যু। রাজ্যের ইন্দোরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সাইন্সেস হাসপাতালের চেষ্ট বিভাগের প্রধান ডা: রবি দোসী জানিয়েছেন, ওই বৃদ্ধ শ্বাসকষ্টজনিত অসুস্থতার নিয়ে বৃহস্পতিবার হাসপাতালে ভর্তি হয়। তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে

ছয়ের পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্রুত বাড়ছে কোভিড সংক্রমণের সংখ্যা, অসমে ৩৯৪৩, ত্রিপুরায় ১০৬১, মণিপুরে ৪৪৯, নাগাল্যান্ডে ১৬৮

গুয়াহাটি, ১৪ জুন (হি.স.) : অসম ও ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগাল্যান্ড, মণিপুরে আরও বেড়েছে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা। অসমে রবিবার নয়া ৪৩ জন পজিটিভ প্রাপ্তকে নিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯৪৩-এ। আজ এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৮০৫ জন রোগী। সক্রিয় রয়েছেন ২১২৭ জন। মৃত্যু হয়েছে আটজনের। করোনা আক্রান্তের তালিকায় অসমের পরেই দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ত্রিপুরায় গতকাল শনিবার একদিনে ৮২ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। আজ আরও ১৫ জনকে নিয়ে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,০৬১। এর মধ্যে একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি সুস্থ হয়েছেন ৩১৫ জন এবং সক্রিয় রোগী ৭৪১ জন। রাজ্যের বাইরে চিকিৎসাধীন আরও তিনজন।

অন্যদিকে এই তালিকার তৃতীয় স্থানাধিকারী মণিপুরেও বেড়েছে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা। নতুন ৬৪ পজিটিভ মামলা নিয়ে মণিপুরে ৪৪৯ জন কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন। নয়া আক্রান্তদের মধ্যে ২৮ জন পুরুষ এবং ৩৬ জন মহিলা। রাজ্যের কোভিড-১৯ কমন কন্ট্রল রুম কর্তৃক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে মোট আক্রান্তের মধ্যে ৯১ জন সুস্থ হয়েছেন এবং ৩৫৮ জন চিকিৎসাধীন। মণিপুরে ২৫, ৬২৮ জনের কোভিড-১৯ টেস্ট করা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রবেশ পয়েন্টে ২,৬৬,৬৩৪ জনের স্ক্রিনিং টেস্ট করা হয়েছে বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এদিকে নাগাল্যান্ডেও গতকল সাতজনের পর আজ আরও পাঁচজনকে কোভিড-১৯ পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৮ জনে পৌঁছেছে। নতুন চিহ্নিত সাত রোগীর মধ্যে দশজন মন কোয়ারেন্টাইন সেন্টার, দুজন পেরেন এবং অন্যজন কোহিমা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ছিলেন। রাজ্যে বর্তমানে কোভিড-১৯ পজিটিভের মধ্যে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯২ জন। ৭৬ জন রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

এভাবে অরুণাচল প্রদেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৭। এঁদের মধ্যে চার জন সুস্থ হয়েছেন এবং চিকিৎসাধীন ৮৩ জন। অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু জানিয়েছেন, লকডাউনের নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে দেওয়ার পর বহিঃরাজ্য থেকে আগত ৩,০৬,৪২০ জনের স্ক্রিনিং করা হয়েছিল প্রবেশদ্বারে। এখন পর্যন্ত ১৩,৪৭৯ জনের আরটি-পিসিআর পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যে মোট ১২,২৭২টি লকডাউনের নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। লকডাউনের সময় ৬২৪ জনকে গ্রেফতারের পাশাপাশি ৮৯১ টি নানাধরনের যানবাহন বাজেয়াপ্ত করেছিল। এছাড়া ওই সময়কালে ২৩১টি এজাহারও দাখিল করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর রাজ্যে লকডাউনের নিয়ম ভঙ্গের দায়ে মোট ২৭,৪৫, ৩০০ টাকা জরিমানা আদায় করেছে প্রশাসন।

মিজোরামেও আক্রান্তের সংখ্যা গত ৬০ ঘণ্টায় বেড়ে হয়েছে ১০৭। এর মধ্যে সুস্থ হয়েছেন একজন, চিকিৎসা চলছে ১০৬ জনের। এছাড়া সিকিমেও দ্রুত বাড়ছে করোনা পজিটিভের সংখ্যা। সিকিমে এখন পর্যন্ত ৬৩ জনকে এই ভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে চারজন সুস্থ হয়েছেন। চিকিৎসা চলছে ৫৯ সক্রিয় রোগীর। অন্যদিকে মেঘালয়ে এখনও স্থিতিশীল রয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। মেঘালয়ে মোট আক্রান্ত রোগী ৪৪ জনের মধ্যে ২২ জন সুস্থ হয়েছেন এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে। ২১ জনের চিকিৎসা চলছে।

সিপিএমের উদ্যোগে উদয়পুরে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ জুন।। সারা রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সিপিআইএম বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। উদয়পুর মহাকুমা সি পি আই এমের বিভিন্ন অঞ্চল কমিটি গুলি এই মহামারীতে দুঃস্থ পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে। রবিবার পশ্চিম খিলপাড়া সি পি আই এম অঞ্চল কমিটি উদ্যোগে মহাকুমা প্রশাসনের ঘোষিত ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের কোভিড-১৯ কোর জোন এলাকায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে। এলাকার সমাজসেবী আয়েতুল্লা সরকার ও পশ্চিম খিলপাড়া সিপিএম অঞ্চল কমিটির সদস্যগণ এদিন কুড়িটি পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী গুলি তুলে দেয়। অঞ্চল কমিটির সদস্য জানান এরআগেও কয়েকদফায় খিলপাড়া এলাকায় কয়েক শতাধিক জনগণকে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন পশ্চিম খিলপাড়া সিপিআইএম অঞ্চল কমিটি।

উদয়পুরে সিপিএম নেতার বাড়িতে হামলা হুজ্জুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৪ জুন।। প্রথমে বাড়িতে এসে বলা হয় সিপিআইএমের নেতার বাড়ি থেকে চাল ডাল কেন আনা হলো , তাই সে সিপিএমের সমর্থক। এই অজুহাত দেখিয়ে হুমকি বাড়িঘর ভাঙচুর এলাকার শাসক দলের নেতৃত্ব উপস্থিতিতে।সিপিআইএম রাজনৈতিক দলের সমর্থন হওয়াতে বারবার আক্রমণ। ঘটনা ৩১ রাধাকিশোরপুর বিধানসভার গোকুলপুর এলাকায়। ঘটনা প্রকাশ্যে জানাজায় গোকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বপন সরকারের পরিবারে ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের পর কয়েকদফা আক্রমণ করে কিছু দুষ্কৃতিকারী দল। শনিবার একই কায়দায় রাত সাড়ে দশটায় স্বপন সরকারের বাড়িতে একদল দুষ্কৃতিকারী প্রবেশ করে প্রথমে হুমকি , পরবর্তী সময় বাড়ি দোকান ঠাকুরঘর চারপাশে টিনের বেড়া ভেঙ্গে চুরমার করে দেয় ওই দুষ্কৃতিকারীর দল। হুমকি দিয়ে যায় পুলিশকে যেন না বলা হয়, যদি পুলিশকে অভিযোগ করা হয় তাহলে বাড়িঘর পুড়ে দেওয়া হবে। ভয়ে কাতর দিন শ্রমিক এই পরিবারটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কারো সাহায্য নিতে পারছে না।

স্পোর্টর্স স্কুল কোভিড কেয়ার সেন্টারে রোগীদের খাবার সরবরাহে গড়িমসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। স্পোর্টস স্কুলে কোভিড কেয়ার সেন্টারে অব্যবস্থার অভিযোগ তুলেছেন করোনা আক্রান্ত রোগীরা। তাদের সময় মত খাবার প্রদান করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। রবিবার দুপুরে ক্ষুধার্ত করোনা আক্রান্ত রোগীদের একাংশ তাদের আত্মীয় পরিজনকে টেলিফোনে তাদের দুর্দশার কথা জানিয়েছেন।

অভিযোগ, এদিন সকাল দশটায় রুটি এবং সবজি প্রাতরাশ হিসেবে তাদের দেয়া হয়। এরপর দুপুর গড়িয়ে বেলা দুইটা বেজে গেছে। তারপরও মিলেনি দুপুরের খাবার। শনিবার রাতে ভাত খেয়েছেন তারা। এরপর প্রায় ১৬ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। মিলেনি খাবার। একদিকে ভাইরাসের দুশ্চিন্তা, অন্যদিকে ক্ষিদার যন্ত্রণা। উভয়ের যাঁতাকলে নাজেহাল অবস্থা কোভিড ১৯ কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসারতরা। সংক্রমিতরা বেশ কয়েকবার কর্তব্যরত সরকারি আধিকারিক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের খাদ্য প্রদানে বিলম্বের কথা জানিয়েছেন। বারবার খাবার দেয়ার আর্জি জানিয়েছেন উপোস করোনা আক্রান্তরা। কিন্তু সুরাহা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে মুখ খুলেছেন সংবাদমাধ্যমের কাছেও। এখন কতৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নেয় সেটাই দেখার।

ত্রিপুরা মিডিয়া ওয়ার্কার্স অ্যাসো'র সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে “ ত্রিপুরা মিডিয়া ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত এই সভা চলে।

সভায় পূর্বের এডহক কমিটি ভেঙে নতুন ১১ জনের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয় পাশাপাশি ছয় জনের একটি আমন্ত্রিত কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সবমিলিয়ে ৫০ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, রাজ্যের সংবাদপত্র কর্মরত প্রোডাকশনের সঙ্গে জড়িত সকল ডিটিপি ও কম্পিউটার ওয়ার্কারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় রবিবারের এই সাধারণ সভা। সভায় সকলের সম্মতিক্রমে ১১ জনের যে কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়তাতে রয়েছেন সম্পাদক দেবেশ চন্দ্র পাল, সহ -সম্পাদক কৃষ্ণ রায়, সভাপতি -অনুপ কুমার সাহা, সহ-সভাপতি জীবন দেবনাথ, কোষাধ্যক্ষ অজয় রায়। সদস্যা - ঝুমা দত্ত দেব, পপি দেব। সদস্য -সুমন দেবনাথ, সুব্রত সরকার, অজয় নন্দী, দেবাশিস রায়। আমন্ত্রিত ছয় জনের কমিটিতে রয়েছেন-অভিজিৎ সেনগুপ্ত, দীপঙ্কর দেববর্মা, বিপ্লব দত্ত, ছবি ভৌমিক, বাবুল পাল, অজয সরকার। সভায় সদস্যাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

আইজিএম হাসপাতালে যুব মোর্চার উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। জাতীয় রক্তদান দিবস উপলক্ষে রবিবার আগরতলা আইজিএম হাসপাতালে যুব মোর্চার উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা , বিজেপির প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি টিংকু রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। আইজিএম হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের ব্যাপক সংখ্যায় যুব মোর্চার কর্মীরা রক্তদানে এগিয়ে আসেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই এদিন রক্তদান শিবিরে সামিল হন তারা। জাতীয় রক্তদান দিবস উপলক্ষে যুব মোর্চা আয়োজিত রক্তদান শিবিরের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির প্রথম সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা বলেন, রক্তদান সবচেয়ে মহৎ দান এর প্রদান আর কিছুই হতে পারে না। রক্তদানের মধ্য দিয়ে একজন মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব। রক্তদাতা মুমূর্ষ রোগীর কাছে ঈশ্বর সমতুল্য। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হলেও রক্তের বিকল্প এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেননি, কোন ল্যাবরেটরীতে রক্ত তৈরি করা সম্ভব নয়। একমাত্র রক্তদানের মধ্য দিয়েই রক্তের জোগান দেওয়া সম্ভব। সামাজিক জীব হিসাবে রক্তদান প্রত্যেকটি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। সামাজিক দায়িত্ববোধের কথা মাথায় রেখেই যুবসমাজকে রক্তদানে আরো বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। শুধুমাত্র জাতীয় রক্তদান দিবসে রক্তদান শিবির সংঘটিত করলে চলবেনা বছরের বিভিন্ন সময়ে রক্তদান শিবির সংগঠিত করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রক্তদানে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক এবং অন্যান্য সংগঠনগুলিকে শামিল করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন বিজেপি সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা। জাতীয় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি প্রদেশ যুব মোর্চার সভাপতি টিংকু রায় বলেন রক্তদান শুধুমাত্র অপরের কল্যাণ এর জন্য নয় রক্তদান করলে নিজের শরীর এরও কল্যাণ হয়। জাতীয় রক্তদান শিবিরে আইজিএম হাসপাতালে যুব মোর্চার থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় উদ্যোক্তাদের তিনি প্রশংসা করেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রক্তদান সংগঠিত করার ওপরও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। আইজিএম হাসপাতালে রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে যুব মোর্চার উদ্ভিদের মধ্যে রবিবার বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।